ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 Augest, 2023 ■ আগরতলা ৩০ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ১২ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দাম কমলো রান্নার গ্যাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। রাখী বন্ধন উৎসবের প্রাক মুহূর্তেই দেশের বোনেদের দু খবর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। কমলো রান্নার গ্যাসের দাম। রান্নার গ্যাসে ২০০ টাকা কমিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি উজ্জলা যোজনায় মিলবে ৪০০ টাকা ভর্তুকি। পাশাপাশি নতুন করে উজ্জলা যোজনায় প্রায় ৭৫ লক্ষ নতুন গ্যাস সংযোজন করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যার ফলে দেশ ও রাজ্যের সকল মহিলাদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ও প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে রাজ্য সহ দেশের মহিলারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ফের সাফল্য পেল পুলিশ। উদ্ধার ৮৭ কেজি শুকনো গাঁজা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা।

সোমবার রাতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ভাগলপুর উত্তর বাগাদি এলাকার বাসিন্দা প্রীতম বিশ্বাসের বাড়িতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান চালায়। এই তল্লাসি অভিযানে উদ্ধার হয় প্রায় ৮৭ কেজি শুকনো গাঁজা। গ্রেপ্তার করা হয় প্রীতম বিশ্বাসকে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এসডিপিও এনসিসি পারমিতা পাণ্ডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান সোমবার রাতে পুলিশের নিকট গোপন সংবাদ আসে প্রিতম বিশ্বাসের বাড়িতে বেশকিছু গাঁজা মজুত রয়েছে। দ্রুত অভিযান না চালালে এই গাঁজা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। এই সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়লো একটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। গভীর রাতে সূর্যমনিনগরস্থিত সূর্যমনিনগরের জাতীয় কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বিজয় ঘোষের দোকানে নাশকতামূলক লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত করা হয়। এতে বিজয় ঘোষের কয়েক লক্ষ টাকার মালামাল দোকানের দুটো শাটার ভেঙ্গে লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং আগুনে ভস্মীভূত করে দেয় দুষ্কৃতীকারীরা। কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিযোগ এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে সমাজদ্রোহীদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, কংগ্রেস☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কয়েদির রহস্য মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ আগষ্ট।। বিচারাধীন কয়েদির রহস্য মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বিশালগড়ে।মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ হঠাৎই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় এক আসামীকে নিয়ে আসে বিশালগড় স্থিত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের পুলিশ কর্মীরা। মহকুমা হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সুস্মিতা দাস আসামিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকরা জানান হাসপাতালে আসার আগেই আসামির মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ সংশোধনাগারেই মৃত্যু হয় আসামির। চিকিৎসকের মতে আসামির মাথায় গুরুতর আঘাত ছিল। ২০১৪ সালে আগরতলার ক্যাম্পের বাজার নন্দিটিলায় গৃহবধূ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল স্বামী বাবুল দাস(৪৩), পিতা হরিচন্দ্র দাস। রাজধানীর এডিনগর থানায় ৪৯৮ ও ৩০২ ধারায় মামলা নথিভুক্ত হয়। অভিযুক্ত বাবুল দাসকে গ্রেফতার করে এডি নগর থানার পুলিশ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা

আদালতের নির্দেশে বিশালগড়ের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে জেল হাজতে পাঠানো হয় বাবুল দাসকে। বিগত ৪৮ দিন যাবত আসামিকে জেল হাজতে রেখেই মামলার শুনানি চলছিল। মঙ্গলবার হঠাৎ করেই বাবুল দাসের মৃত্যুর খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশোধনাগার সহ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় মৃত্যু হয় বাবুল দাসের। তবে সংশোধনাগারের ভেতর এই রহস্য মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাবুল দাসের পরিবার পরিজনরা। বাবুল দাসের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশালগড় ছুটে আসে তার আত্মীয়-স্বজনরা। লহাসপাতাল চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। মৃত বাবুল দাসের ১৬ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। পরিবারের লোক প্রশ্ন তুলেন সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এদিকে মৃতদেহের ময়না তদন্ত নিয়ে একপ্রস্থ তালবাহানা চলে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ না থাকায় বিশালগড় হাসপাতালে ময়না তদন্ত হয়নি মৃতদেহের। অন্যদিকে বিশালগড় পুলিশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতদেহটি বিশালগড় হাসপাতালেই পড়ে থাকে। ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর অন্য কোন হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হয়নি। যদিও স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন এবং বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকে মৃতদেহটি আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে ময়নাতদন্তের নির্দেশ প্রদান করা হয়। তবে বিচারাধীন অবস্থায় একজন কয়েদির এই রহস্য মৃত্যুতে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বিরুদ্ধে সন্দেহের সঞ্চার হচ্ছে জনমনে। বিশালগড়ের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নেশার রমরমা এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ আগে থেকেই ছিল। তার মধ্যে বিচারাধীন কয়েদির এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নানাহ প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে সংশোধনাগারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি দেখতে আইজলে ইসিআই প্রতিনিধি

আইজল, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আসন্ন মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করতে আইজল এসে পৌঁছেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দুই নির্বাচন কমিশনার অনুপচন্দ্র পাণ্ডে এবং অরুণ গোয়েল। এছাড়া রয়েছেন নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকগণও।

আজ ২৯ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তিন দিনের সফরে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করবেন তাঁরা। ইসিআই-এর দল রাজ্য নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, সরকারি প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন সহ স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করবে।

রাজ্যে অবস্থানকালে ইসিআই-এর প্রতিনিধি দল নির্বাচনী দফতরের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। রাজ্যের চিফ ইলেক্টরাল অফিসার (সিইও), মুখ্যসচিব, ডিজিপি, সব জেলার পুলিশ সুপার এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত নানা বিষয়, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা এবং সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবে।

মূল্যায়ন পর্বের পর ৩০ আগস্ট এক প্রেস কনফারেন্সে ইসিআই-এর প্রতিনিধি দল ভাষণ দেবে। ওই প্রেস কনফারেন্সে নির্বাচনী ল্যান্ডস্কেপ এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান এবং মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচন আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে ৪০ সদস্যের মিজোরাম বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে। রাজ্য বিধানসভায় ক্ষমতাসীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের (এমএনএফ) সদস্য সংখ্যা ২৭। প্রধান বিরোধী দল জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)-এ ছয়, কংগ্রেসের পাঁচ এবং বিজেপির একজন বিধায়ক রয়েছেন।

রাজ্যে জনজাতিদের উন্নয়নে একমাত্র বিজেপি সরকারই কাজ করছে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। রাজ্যসভার সর্বশেষ অধিবেশনে ত্রিপুরার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এই অধিবেশনের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, পার্লামেন্টে মোট ১৭ টা প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মধ্যে অন্যতম হল বিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা। ব্রিটিশ আইন এখনো রয়েছে ভারতে। সেই আইনগুলিকে পুনরায় সংশোধন করা ইত্যাদি। এছাড়াও রাজ্যের উন্নয়ন নিয়েও বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, কৈলাশহরে বিমানবন্দর চালু করার জন্য রাজ্য সরকার থেকে ফান্ড চাওয়া হয়েছিল। তবে রাজ্য সরকার এখন এই ফান্ড দিতে পারবেন না

বলে তিনি উত্তরে জানিয়েছেন। তবে বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য জায়গা রাজ্য সরকার প্রদান করতে পারে বলে জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে কুমারঘাট-কৈলাশহর- কমলপুর রাস্তার দ্রুত মেরামতের জন্য এনএইচডিসিএল এর এম ডি এর নিকট তিনি চিঠি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্যের উৎপন্ন দেশ বিদেশ বিখ্যাত কুইন আনারসকেও কিভাবে আর বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বা এখন পর্যন্ত কোথায় কোথায় কি কি হয়েছে এই আনারসের উন্নয়নে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ। অন্যদিকে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া উপ নির্বাচন নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, তিপ্রা মথা কোনো ফ্যাক্টর নয়। বিজেপি জিতবে উপ নির্বাচনে। তবে রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনের প্রচারে সুনামি

ধনপুরে মুখ্যমন্ত্রী

কমিউনিস্টরা হিংসা ছাড়া থাকতে পারে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। কম্যুনিস্টরা লেলিন স্ট্যালিনের বংশধর। তাদের মধ্যে ধংসাত্বক চিন্তাভাবনা আর বিভাজনের ভাবনা সর্বদা বিরাজমান। কম্যুনিস্টরা হিংসা ছাড়া কোন অবস্থাতেই থাকতে পারবে না। মঙ্গলবার উপ-নির্বাচনের প্রচারে ধনপুরে এসে কমিউনিস্টদের এ ভাষাতেই বিঁধলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা।

উপ-নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রায় প্রতিদিন ২ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদ্বয়ের হয়ে প্রচার চালাচ্ছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে সুশান্ত

দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে জোর প্রচার অব্যাহত। প্রতিদিন শাসক দলের হেভিওয়েট মন্ত্রী বিধায়করা সেখানে প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। মঙ্গলবার বিকেলে ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আড়ালিয়া পঞ্চায়েত মাঠে আসন্ন উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন এর সমর্থনে একটি পথসভায় অংশগ্রহণ করে সেখানে উপস্থিত দলীয় কার্যকর্তা ও গণদেবতাদের কাছে দলীয় প্রার্থীকে উপ-নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'জাতপাতের উর্ধে উঠে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে সরকারি সাহায্যের করুণ আর্জি পিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী অপ্রিতা নাথ, কয়েক মাস ধরে অসুস্থতার শিকার। জীবন ফিরে পেতে দরকার প্রচুর টাকা। মেয়ের প্রাণ রক্ষায় রাজ্য সরকার ও রাজ্যবাসীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আর্জি পরিবারটির। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে অপ্রিতার জীবন ফিরিয়ে দিক, আর্জি পরিবারের। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই চরম অসুস্থতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া অপ্রিতা। এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পেরে তার বাবা নরেন্দ্র নাথ ও মা অর্চনা নাথ অপ্রিতাকে নিয়ে স্থানীয় কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি করে সেখান থেকে রেফার করে দেয়। মেয়ের চিকিৎসার জন্য বসতবাড়িতে থাকা হাঁস-মুরগি গরু-ছাগল বিক্রি করে আশপাশের মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে রাজ্য ছেড়ে বহি রাজ্যের মিডল্যান্ড হসপিটালে অপ্রিতাকে নিয়ে গেলে সেখানের স্থানীয় চিকিৎসক অপ্রিতার কিডনি ড্যামেজ হয়েছে বলে জানায়। অপ্রিতার জীবন বাঁচাতে গেলে তার কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি প্রতারক আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। বিজেপি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সরকার এবং তারা প্রতারক। তাই এ সরকারের বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের আয়োজিত যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভায় একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকের মূল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকের সংকটে ধুঁকছে চেবরি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। খোয়াই মহকুমার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বর্তমানে চিকিৎসকের সংকটে ধুঁকছে। এর ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা। তার উপর বহি:বিভাগের আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও দন্তের চিকিৎসক প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন অনুপস্থিত থাকেন বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। যে সকল মানুষ হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবার নেন তারা চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে পরিষেবা নিতে পারছেন না। যার ফলে চিকিৎসকের সংকটে ধুঁকছে চেবরী হাসপাতাল।

চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে দুজন চিকিৎসক প্রতিদিনের জন্য জরুরী বিভাগ সামলাচ্ছেন।আবার এরপর রয়েছে প্রতিদিনের জন্য ওয়ার্ড ডিউটি।হাসপাতালটিতে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে দশটি করে মোট কুড়িটি শয্যা বা বেড রয়েছে।প্রতিদিন সকাল বিকেল দুইজন চিকিৎসককেই হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সামলাতে হচ্ছে।প্রতিদিন একশো থেকে একশো পঁচিশ ত্রিশজনের মতো মানুষ জরুরী বিভাগে আসছেন চিকিৎসার পরিষেবা নেওয়ার জন্য।ফলে চব্বিশ ঘন্টাই লাগাতার ডিউটি করতে হচ্ছে দুইজন চিকিৎসককে।আর তাই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।দুইজন চিকিৎসককে আবার হাসপাতালের বহির্বিভাগেও প্রতিদিন বসতে হচ্ছে।সেখানেও রোগীর ভীড় নেহাতকম নয়।এম ও আই সি ডাঃ রাহুল পাল ছাড়াও রয়েছেন ডাঃ কৃষ্ণা দেববর্মা।এম ও আই সি ডাঃ পাল জানান, যদিও হাসপাতালটিতে আরো তিনজন রয়েছেন চিকিৎসক।কিন্তু তারা মূলতঃ বহির্বিভাগের দায়িত্বে।এদের মধ্যে একজন করে রয়েছেন আয়ুর্বেদিক দেবল দাস, হোমিওপ্যাথি অনিন্দিতা সাহা ও দন্ত বিভাগে সুস্নাত সূত্রধর।ওদেরকে তো আর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে দায়িত্ব দেওয়া যায়না।ওয়ার্ডের ডিউটিতেও ওদের পাঠানো যায়না।☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ৩১৭ ■ ৩০ আগস্ট ২০২৩ ইং ■ ১২ ভাদ্র ■ বুধবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সাম্য মৈত্রীর জন্য সংস্কারই পথ

সমাজে দলিত নির্যাতন এখনো বহাল রহিয়াছে। স্বাধীনতার ক্রম বিবর্তনের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা খুবই লজ্জাজনক, কলঙ্কজনক। এই ধরনের ঘটনা কোনভাবেই মানিয়া নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়িয়া সচেতন নাগরিকদের আরো অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়েই এই ভয়ংকর প্রবণতা হইতে মুক্তি মিলিতে পারে। অন্যতম সমাজবিজ্ঞতা আরও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইবে। মধ্যপ্রদেশে দলিতের গায়ে 'বিজেপি কর্মী'র প্রস্রাবের অভিযোগ নিয়া চাঞ্চল্যের মাঝেই এইবার ভাইরাল হল আরও একটি ভিডিও। এটিও মধ্যপ্রদেশেরই। গোয়ালিয়রে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল একজনের জুতো চাটিতে! এক চলন্ত গাড়ির ভিতরের এই ঘটনার ভিডিও ঘিরিয়ি তৈরি হইয়াছে নয়া বিতর্ক। ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ।

গত কয়েকদিন ধরিয়াই মধ্যপ্রদেশের এক আদিবাসী যুবকের মুখে 'বিজেপি কর্মী'র প্রস্রাব করার ভিডিও ভাইরাল হইয়াছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটিতে না কাটিতেই এইবার শ্লীলতাহানির ভুয়ো অভিযোগ তুলিয়া সমাজের দুই পিছাইয়া পড়া সম্প্রদায়ের যুবককে মল বা বিষ্ঠা খাওয়ানোর অভিযোগ উঠিল। ঘটনায় স্থানীয় একটি পরিবারের ৭ জনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করিয়াছে পুলিস। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা

হইয়াছে ২ মহিলা সহ ছয়জনকে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রর নির্দেশে এদিনই অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজার দিয়া গুঁড়াইয়া দেয় স্থানীয় প্রশাসন। ঠিক যেমনটা প্রস্রাব কাণ্ডে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা প্রবেশ শুক্লার ক্ষেত্রে করা হইয়াছিল। গত ৩০ জুন ঘটনাটি ঘটে শিবপুরী জেলার ওয়ারখাড়ি গ্রামে। নিগৃহীত দুই যুবকের একজন দলিত জাটভ সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত কেওয়াট সম্প্রদায়ের। যৌন নিগ্রহের অভিযোগে তাঁহাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। খাওয়ানো হয় মানুষের মল। তাহার পর মুখে কালি লাগাইয়া, জুতোর মালা পরাইয়া গ্রামে ঘোরানো হয়। নিগৃহীত যুবকদের পরিজনরা বিষয়টি থানায় জানাইলে তৎপর হয় প্রশাসন। যৌন নিগ্রহের যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুয়ো। গ্রামের কয়েকজন তরুণীর সঙ্গে শুধু ফোনে কথা বলিয়াছিলেন ওই দুই যুবক। তাঁহাদের কোনওদিন দেখা-সাক্ষাতই হয়নি। সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে এই ঘটনা। হামলা চালাইতেই মিথ্যা অভিযোগ সাজাইয়াছিল অভিযুক্তরা। গোটা ঘটনাটিকে 'তালিবানি শাসন' ও 'মানবতার লজ্জা' আখ্যা দিয়া তীব্র নিন্দা করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। মন্ত্রী বলেন, 'এইধরনের ঘটনা একেবারেই বরদাস্ত করা হইবে না। সরকার প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই ভয়ংকর হইতে মুক্তি মিলিতে পারে।

দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, মহানগরীতে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই আপাতত বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির সম্ভাবনা তো কমই, উল্টে চড়বে তাপমাত্রার পারদ। মহানগরীতে ইতিমধ্যেই গরম ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে, অনুভূত হচ্ছে আর্দতার অস্বস্তি ও ঘর্মাক্ত গরম। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির তেমন কোনও পূর্বাভাস নেই। তবে, কিছু কিছু জায়গায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি। সবকটি জেলাতেই তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। বৃষ্টি কমার পাশাপাশি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

কেরলের প্রাণবন্ত সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে ওনাম উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): সমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে কেরল ও মালয়ালি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে ওনাম উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওনামের শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সবাইকে ওনামের শুভেচ্ছা! বিগত কয়েক বছর ধরে, ওনাম একটি বিশ্বব্যাপী উৎসবে পরিণত হয়েছে এবং এই উৎসব কেরলের প্রাণবন্ত সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে।' পাশাপাশি সমস্ত দেশবাসীর সুস্বাস্থ্য, অতুলনীয় আনন্দ এবং অপরিসীম সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দেশের জন্য ক্রীড়াবিদদের অবদানে ভারত গর্বিত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় ক্রীড়া দিবসে দেশের সমস্ত ক্রীড়াবিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে এক শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'জাতীয় ক্রীড়া দিবসে সমস্ত ক্রীড়াবিদদের আমার শুভেচ্ছা। দেশের জন্য ক্রীড়াবিদদের অবদানে ভারত গর্বিত।' ২৯ আগস্ট দিনটি জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। কিংবদন্তী হকি তারকা মেজর ধ্যান চাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ২৯ অগাস্ট দিনটি জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জন্মবার্ষিকীতে কিংবদন্তী হকি তারকা মেজর ধ্যান চাঁদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ওনামের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি, কেরলে আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ভক্তদের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে ওনামের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সকালে এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'ওনাম উপলক্ষ্যে কেরলের সমস্ত নাগরিকবৃন্দ এবং আমাদের ভাই ও বোনদের শুভেচ্ছা! এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমরা প্রকৃতি মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই ফসলের উৎসব সকলের মধ্যে সমৃদ্ধি এবং সম্প্রীতির চেতনার সূচনা করুক।' কেরলের সবচেয়ে বড় উৎসব হল ওনাম। টানা ১০-দিন ধরে ওনাম উৎসব পালিত হয়। এই ১০-দিন নানা আচার-অনুষ্ঠান ও আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। তবে উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসবের শুরুতে মঙ্গলবার কেরলের সর্বত্র আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভক্তরা। তিরুবনন্তপুরমের শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে ওনাম উৎসবের সূচনা করেছেন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ এবং অভিনেতা সুরেশ গোপী। ত্রাভাঙ্কোর রাজপরিবারের যুবরাজ আদিত্য বর্মাও উদযাপনে অংশ নেন।

বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চেনা মুখ অচেনা কথা

রাজু পারাল

কার্যত তাঁর চর্চা না থাকায় বাঙালি আজ মহা অন্ধকারের পঙ্কিল গর্বে নিমজ্জিত। বর্তমানে যখন রাজনৈতিক দলগুলি সর্বত্র শিক্ষার স্বাধিকার হরণে ব্যস্ত, সর্বত্র দলীয় আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট, এই সময়ে শিক্ষার স্বাধিকার রক্ষায় মানুষটির ভূমিকা স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিভার, বৈচিত্র্যের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়', যিনি 'বাংলার বাঘ' হিসাবেই পরিচিত জনসাধারণের কাছে। এক সময়ে বাঙালি তাঁকে 'বাংলার বাঘ'বানালেও আজ সেই মহান দায়িত্ব থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে। অথচ তাঁর সম্পর্কে প্রচুর তথ্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে আনাচে-কানাচে। সর্ববিষয়ে এমন সুপণ্ডিত আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। ফরাশি পণ্ডিত সিলভঁ্যা লেডি একবার মন্তব্য করেছিলেন, " এই বাংলার বাঘ যদি ফ্রান্সে জন্মাতেন তাহলে তিনি ফরাসি বাধ জর্জেস ক্ল্যামসোকে ছাড়িয়ে যেতেন। সমগ্র ইউরোপে আশুতোষের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না।"

আজ যখন আমরা 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' বা 'নজরুল জয়ন্তী' নিয়ে মেতে উঠছি তখন অনেকটাই বিস্মৃতির অচলে চলে গেছেন তিনি। সমকালে তাঁর পাণ্ডিত্য আলোকিত হয়েছিল পুরো সমাজ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষটি ছিলেন একাধারে দক্ষ আইনবিদ ও বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঘা উপাচার্য, শিক্ষার স্থপতিকার, মাতৃভাষা বিকাশের কারিগর, দেশপ্রেমিকও দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, অনন্য সাধারণ তেজস্বী ও পরকল্যাণ উৎসর্গীকৃত প্রাণে ভরপুর এক মনস্বী। আশুতোষের কর্মময় জীবনে সাফল্যের ইতিহাস ও মনুষ্যত্বের নানা পরচিয় ছড়িয়ে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের কার্যবিরকণীতে, হাইকোর্টের রেকর্ড বইতে, পৌরপ্রতিষ্ঠান ও আইনসভার কাগজপত্রে ও অন্যান্য বিবরণীতে। স্যার আশুতোষ মুখ্যোপাধ্যায় ২৯ জুন ১৮৬৪ সালে কলকাতার বৌবাজারের মলঙ্গা লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁদের পৈতৃক নিবাস হল হুগলি জেলার জিরাটে। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপ্যাধ্যায় ছিলেন সেকালের একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক আর মা ছিলেন জগত্তারিণী দেবী, যাঁর নামে স্যার আশুতোষ পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন করেন 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মুক্ত হাওয়ায় কেটেছিল তাঁর শৈশব। হাওয়ায় কেটেছিল তাঁর শৈশব। বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ের মহাশয়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও স্নেহসঙ্গ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার দ্বারা অর্জন করেছিলেন অসীম কর্মদ্যোগের ক্ষমতা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় 'তৃতীয়' স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। পরের বছরেই (১৮৮০) ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে তার সহপাঠী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিশিষ্ট অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন আশুতোষের ছাত্রজীবন নিয়ে আলোচনায় বলেছিলেন, ''আশুতোষ সমস্ত পরীক্ষায় অতীব প্রংশনীয় সফলতা লাভ করিয়া কলেজজীবন সাঙ্গ করেন। তিনি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী যুবক বলিয়া ভারতীয় ছাত্রমণ্ডলীয় মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন''। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবন থেকে যে গভীর পাঠ, নিষ্ঠার পরিচয় মেলে তা তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে উল্লেখিত। আশুতোষের বাল্যকালের অঙ্কুরিত প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়েছিল যৌবনে, নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তারকরে। গণিত শাস্ত্রের প্রতি ছিল আশুতোষের আবাল্য অনুরাগ। পিতা গঙ্গাপ্রসাদের নতি থেকে জানা যায় , ১৮৮০ সালের শেষ চার মাসে পুত্রের জন্য ৯৭০ টাকার গণিতের বই কিনেছেন। যা আজকের দিনের হিসেবে অনেকটা টাকা। তরুণ বয়সেই গণিত সম্পর্কে আশুতোষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা বিশ্ববিখ্যাত গণিতবিদদের দৃষ্টি আকার্ষণ করেছিল। গণিতে মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য তিনি 'ফরাসি' ও 'জার্মানি' ভাষা শিখেছিলেন। গণিত বিষয়ের আশুতোষের রচিত ১৭ খানি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি আকার্ষণ করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি আশুতোষের জন্য প্রেসিডেন্সিতে গণিতের অধ্যাপক পদের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তা আটকে যায় গতানুগতিক নিয়মের গেরোয়। অগত্যা বিরল মেধার অধিকারী আশুতোষ চিরদিনের মতো গবেষণার কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে মন দেন ওকালতিতে। পিতৃবন্ধু বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখে বাল্যকালে বিচারপিত হবার সুপ্ত বাসনা ছিল আশুতোষের। সেই ইচ্ছা পূরণও করেন ১৯০৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়ে। 'উকিল' ও 'বিচারপতি' দুটি ভূমকাতেই তিনি সার্থক। আইনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর পড়াশোনা তাঁকে দক্ষতার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল। বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর প্রায় ২৫০০ হাজারের মতো মামলার রায় প্রমাণ করেছিল আইনশাস্ত্রে তাঁর কতটা গভীর পড়াশোনা ও বুৎপত্তি।

স্যার আশুতোষের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি ও আইনি দক্ষতা তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের যোগ্য দাবিতার করে তোলে। ১৯০৬ সালের যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তুঙ্গে, তখন ব্রিটিশ সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আশুতোষকে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল এবং তারপর ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি মোট 'দশ' বছর উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। একদিকে 'জজিয়তির কাজ অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের কাজ মহাভারতে বর্ণিত সব্যসাচীর (অর্জুন) মতো করে গিয়েছেন আশুতোষ। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন সাধন। উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠা থেকে উন্নীত করেন একটি গবেষণা ও শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে। তিনি ভারতীয় ভাষা যথা বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যা ছিল তৎকালীন বাঙালি চিন্তাবিদদের বহুদিনের স্বপ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে কতগুলি বিষয় (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, অন্যানথ্রোপলজি, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, শিল্প রসায়ন, অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার, ইসলামিক কালচার ইত্যাদি) চালু করেন আশুতোষ। অন্যদিকে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারেও অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠেন তিনি। 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যই ছিল 'একদিন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্মসাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ সমগ্র ভারতের আত্মসাহিত্য'। নিজের অক্লান্ত প্রয়াসে, নানা পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, কাব্যসংকলন, সাহিত্য সংকলন করিয়ে ১৮১৭ সালের বাংলা ভাষায় এম এ চালু করার যে প্রস্তাব খারিজ হয়েছিল, ১৯১৯ সালে অবশেষে সেটি প্রচলন করতে সক্ষম হন আশুতোষ। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাকে গৌরবজনক করার জন্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে (যিনি বি এ ইংরাজিতে অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন) নবগঠিত বাংলা বিভাগে যোগ দিতে বলেন। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক মহম্মদ শহীদুল্লাহের শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টি করেন। পরে আশুতোষের সুযোগ্য উত্তরসূরী শ্যামাপ্রাসাদ বাংলাভাষাকে স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মাধ্যম করেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে, বাংলাভাষায় শিল্পকলা আলোচনার জন্য স্যার আশুতোষ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলাভাষায় বাগশ্বরী অধ্যাপকরূপে নিয়োজিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্যদিকে, বাংলাভাষায় শিল্পকল্যা আলোচনার জন্য স্যার আশুতোষ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলাভাষায় বাগশ্বরী অধ্যাপকরূপে নিয়োজিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর ভবনীপুরে হরিশ পার্কে এক সভায় স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আজ যে আমরা বাংলাভাষায় কথা বলছি, সেজন্য আমরা স্যার আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞ।

> আজ যখন আমরা 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' বা 'নজরুল জয়ন্তী' নিয়ে মেতে উঠছি তখন অনেকটাই বিস্মৃতির অতলে চলে গেছেন তিনি। সমকালে তার প্যাণ্ডিত্য আলোকিত হয়েছিল পুরো সমাজ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন তথা চর্চার পত্তনে স্যার আশুতোষ দীর্ঘ সময় কঠিন লড়াই করেছেন ইংরজে রাজশক্তির সঙ্গে। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আশুতোষ তাঁর প্রশাস দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিতার দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু রত্নের সমাহার করেছিলেন যা শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণাকে বিদেশের সমতুল্য করে তুলতে পেরেছিল। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব নবীন প্রতিভা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুশীল কুমার দে, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জে এন মুখার্জি, স্যার সি ভি রমণ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, গণেশপ্রসাদ, সীতারাম শাস্ত্রী, শিরাজি, স্টিফেন, কালিস, মাসুদা, কিমুরা, বাবুয়া মিশ্র, রেভারেন্ড সিদ্ধার্থ, পল ভিনডোগ্রাফ প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে আসেন। তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।য সরকারের দাক্ষিণে গড়ে ওঠা বৈদেশিক শিক্ষাপ্রাঙ্গণে দেশীয় শিক্ষার অনুপ্রবেশ করানোর আশুতোষের আন্তরিক প্রতেষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। কবিগুরুর বক্তব্যে ফুটে ওঠে সে কথা—"দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জে মহাশয়ের। ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন আশুতোষের নানাবিধ গঠনমূলক কাজের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৯১৪, ৩রা মার্চ)। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার আধুনিক পঠন-পাঠনে ও গবেষণায় তাঁর সারস্বত অভিনিবেশ আজও বিস্ময় জাগায় সকলকে। দেশে গণিত চর্চার বিস্তার ও তরুণ গবেষকদের গবেষণার কাজে উৎসাহিত করার জন্য আশুতোষ ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন, 'ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি'। আজীবন সংস্থাটির সক্রিয় সভাপতি ছিলেন তিনি।

এইসব কাজরে জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে তেমন অর্থ সাহায্য করেননি। তাছাড়া দেশীয় অনেকে বিরোধিতাও করেছিলেন। কিন্তু চাপে ও ভয়ে কোনও সিদ্ধান্ত বা কাজ করার মানুষ আশুতোষ ছিলেন না। তাই ১৯২৩ সালে ভাইসরয় লর্ড লিটন তাঁকে আরো একবার উপাচার্যের পদে নিয়োগ করতে চান বেশি কিছু শর্ত রেখে। লিটনের সেই অমর্যাদাকর প্রস্তাবে আশুতোষ ক্রুদ্ধ হয়ে যে ঐতিহাসিক চিঠিখানি লেখেন তাতে তাঁর মতো নরশার্দুলের চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বদেশপ্রেম, আত্মসম্মানরোধ এবং এক উন্নততর শিক্ষা আদর্শের কথা ঘোষণা করে। তিনি লিটন সাহেবকে লিখলেন—'আপনি অপমানসূচক যে প্রস্তাব করে আমাকে উপাচার্যের পদ দিতে চাইছেন তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আমার পক্ষে আপনাদের বশংবদ হয়ে কাজ করা অসম্ভব। স্বাধানতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয় ও স্বাধীনতা সর্বক্ষণ, স্বাধীনতা ব্যতীত কোনও কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট নই। বিদ্যোৎসাহী ধনবানদের কাছ থেকে প্রভূত অর্থ আদায় করে আশুতোষ শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়ে রাখেন। উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটান। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁর কাছে দেশমাতৃকার প্রতীক। ১৯২৪ সালের ২৫ মে পাটনায় আকস্মিকভাবে মহাপ্রয়াণ ঘটে বাংলার এই কৃতী সন্তানের। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি দেশবাসীর আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করা কাম্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

উষ্ণায়নে বেশি বিপদে মেয়েরা

আয়লা যে বার তছনছ করল সুন্দরবন অঞ্চল, সুশীলাদি তখন কলকাতায়। স্বামীর মৃত্যুর পর পাঁচ বাড়ি ঠিকে কাজ করে সংসার চলে তাঁর, হিঙ্গলগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে তাই রেখে আসতে হয়েছে ছেলেমেয়েকে। মেয়ের পরের বছর মাধ্যমিক। পড়াশোনায় ভাল। সুশীলাদির ইচ্ছা, মেয়ে অন্তত কলেজটুকু পাশ করুক।

আয়লা এল, অভ্যস্ত শহুরে জীবনে তুমুল ছন্দপতন ঘটাল। কিন্তু ঝড়ের আসল দাপট টের পেলাম পরের দিন, যখন সুশীলাদি এলেন বিধবস্ত এক চেহারা নিয়ে। গভীর রাতে বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ি। ত্রাণশিবিরে উঠে যাওয়ার আগে একখানা শুকনো কাপড়ও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি কেউ। সব ভেসে গিয়েছিল সেই এক রাতে। কলেজ যাওয়ার স্বপ্নটুকুও। মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করল ঠিকই, কিন্তু আর তার দায়িত্ব নিতে চাননি সর্বস্ব-হারানো সুশীলাদির দেওররা। অগত্যা বিয়ে। মেয়ে এখন মায়ের সঙ্গেই ঠিকে কাজ করে সংসার টানে।

আয়লা-পরবর্তী সুন্দরবনের এই ছবি বড় চেনা। দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে আমপান, ইয়াসের মতো একের পর এক ঘূর্ণিঝড়। স্বাদু জলের ভাঁড়ার কমে জল-জমিতে সেখানে নুনের আধিক্য। চাষবাস কার্যত বন্ধ। অধিকাংশ পুরুষ পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে। ফেলে গিয়েছেন বৌদের। সংসার, সন্তান আর বয়স্কদের দায়িত্ব চাপিয়ে। অনিয়মিত টাকা পাঠানোর উপর ভরসা না করে সংসার চালাতে মেয়ে-বৌরা নদীকেই আঁকড়ে ধরেন। কোমর সমান নোনা জলে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে বাগদা, মাছ, কাঁকড়া ধরার পরিণতি জরায়ুর রোগ। চর্মরোগেরও আধিক্য বেড়েছে। ক''জন আর যান চিকিতকের কাছে?

উষ্ণায়নের বিশ্বে উপকূল অঞ্চল আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সমুদ্র ক্রমশ গ্রাস করবে জনপদ, ঘন ঘন ধাক্কা দেবে আরও তীব্র গতির ঝড়। বছরের অধিকাংশ সময় কর্মহীন অবস্থায় কাটবে উপকূলের বাসিন্দাদের। আর সেখানের মেয়েরা আরও বেশি নিষ্পেষিত হবেন, বিশেষত দরিদ্র প্রান্তিক অঞ্চলের মেয়েরা। সমীক্ষায় প্রকাশ, ২০২০ সালের আমপানের পর সুন্দরবন অঞ্চলে পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘর-জীবিকা-চাষের জমি হারিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সক্রিয়তা বেড়েছে নারীপাচারকারীদের। প্রতিটি বিপর্যয়ের পর পরই শিশুশ্রমিক, নাবালিকা বিবাহের পাশাপাশিলক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পায় ক্রীতদাসত্ব এবং জবরদস্তি যৌন পেশায় নিয়োজিত করার মতো ঘটনা। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়াতে, ২০০৪ সালের সুনামির পর।

মেয়েদের সমস্যা অবশ্য শুধুমাত্র সুন্দরবন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। গত বছর প্রকাশিত ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া-র এক রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপর্যয় এবং স্থানান্তরকরণ সার্বিক ভাবে গ্রামের মেয়েদের উপর চাপ বহু গুণ বৃদ্ধি করবে। দিনের ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময়ই তাঁদের অতিবাহিত করতে হবে চাষের কাজ এবং সংসার সামলাতে। কমবে সংসারের কাজের বাইরে তাঁদের ''নিজস্ব'' সময়। বাস্তবেও দেখা গিয়েছে, গ্রামে কাজের সুযোগের অভাবে পরিবারের পুরুষ ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন রাজমিস্ত্রি, জরিশিল্পে শ্রমিক প্রভৃতি পেশার খোঁজে। মেয়েদের কাঁধে দায়িত্ব চাপে পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার। খরা বা বন্যায় শস্য উতাদনে ঘাটতি থাকলে বা ভিনরাজ্য থেকে টাকা পাঠানোয় টান পড়লে মেয়েদের পাতেই খাবারের ভাগ কমে, হাত পড়ে তাঁদের যতামান্য গয়নায়, অথবা চড়া সুদে ধার করতে হয় মহাজনের কাছ থেকে। পরিবারের আর্থিক অনটন তীব্র হলে মেয়েদের স্কুলছুটের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। ইতিমধ্যেই ঝড়-বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় সেই প্রবণতা প্রকট হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, উষ্ণায়ন বাড়তে থাকলে জলের উতগুলি শুকিয়ে এলে বা ফসল কম হলে পশুখাদ্যে টান পড়লে বিস্তীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে সেগুলি জোগাড়ের দায়িত্বও চাপে মেয়েদের উপর। শুধুমাত্র জলের জোগানে মেয়েদের কতটা সময় অতিবাহিত হয়, সেটা বোঝাতে একটি পরিসংখ্যান বলছে, দেশের দরিদ্রতম সম্প্রদায়ের মেয়েরা বছরে প্রায় আড়াই মাস অতিবাহিত করেন শুধুমাত্র জলের জোগানে। গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে জলের তীব্র সঙ্কটের সঙ্গে জন্ম নিয়েছে "জল-স্ত্রী"র ধারণা। গ্রামের পুরুষরা একাধিক বিবাহ করছেন শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে বৌরা সংসারে জলের জোগানটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জ জোর দিয়ে বলেছে, মেয়েদের ভাল থাকা এবং তাঁদের অধিকারগুলিকে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। মেয়েদের যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেই সংক্রান্ত পদক্ষেপ করতে হলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা এবং শক্তিশালী অংশীদারিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। উষ্ণায়নের বিপদ ঠেকাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়গুলিতে তৃণমূল স্তর থেকেই মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে তাঁরা নিজেদের সমস্যা যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে পারবেন না। ভারতের মতো বিশাল দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা আগামী দিনে সর্বাধিক হবে, এমনটাই অনুমান। অন্য দিকে, লিঙ্গবৈষম্য সূচকে এ দেশের স্থান ১৩৫ নম্বরে। এই দুই অন্ধকার দিককে এক সঙ্গে বাঁধতে না পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও আলোর দিশা পাওয়া অ-সম্ভব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রধানমন্ত্রীর মহত্তম দিকদর্শন---ভারতের স্বর্ণযুগ

লালকেল্লার প্রকার থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের জন্য প্রগতি ও সমৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী এক স্বর্ণযুগের বিষয়ে তাঁর মহত্তম দিকদর্শনের কথা উচ্চারণ করেছিলেন, যেন সহস্র বছরের দাসত্ব, পরাধীনতা ও দারিদ্রের পর মা ভারতী প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি স্বাধীনতার পর জন্মগ্রহণ করেছেন, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দারুণ আশাবাদী। তাঁর আত্মবিশ্বাস দেশের প্রতিটি অংশের ধর্ম, অঞ্চল, লিঙ্গ, বর্ণ, বয়স অথবা জাতিগোষ্ঠিগত পরিচয় নির্বিশেষে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বাস্তব উন্নয়নের জন্য নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরলস পরিশ্রমের পর সুস্পষ্ট প্রগতির থেকে সঞ্জাত।

মোদী সরকারের প্রতিটি নীতি তাঁর 'সংস্কার, উপস্থাপন ও রূপান্তর'-এর মন্ত্রকে প্রতিফলিত করছে, যা বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সুফল প্রদান করে চলেছে। এটা নয় বছরে ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতির দশম বৃহত্তম থেকে পঞ্চম স্থানে উত্তীর্ণ হতে দীর্ঘ উল্লম্ফন দেওয়ার জন্য সহায়তা করেছে। এই উদ্ধগতি বেগবান হয়েছে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ কঠোরতা, সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় রোধ, ক্রমবর্দমান সক্ষমতা এবং প্রশাসনে স্বচ্ছতা, আর উদারতাময় কল্যাণমূলক যোজনা সমূহের মাধ্যমে।

নারী-পরিচালিত উন্নয়ন

রূপান্তরের একটি প্রধআন অংশ হল নারী-পরিচালিত উন্নয়ন। যেমন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে ভারতের অনেক বেশি মহিলা বিমান চালক আছে, এবং তাঁরা চন্দ্রাভিযান অর্থাৎ মুন মিশনের মতো বহু উচ্চ-প্রযুক্তির

পীযূষ গয়াল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প, ভোক্তা বিষয়ক,
খাদ্য ও গণবন্টন এবং বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী

কর্মসূচিতে রয়েছেন সামনের সারিতে। এটা একটা খুবই গৌরবের বিষয় যে ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় মেয়েরা 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও অংক' (স্টেম) বিষয় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ঠিক করেছেন গ্রামগুলিতে ২ কোটি 'লাখপতিদিদি' সৃষ্টি করবেন, এবং মহিলাদের ড্রোন চালানো ও মেরামত করার কাজে নিযুক্ত করবেন।

রূপান্তরের এই অভিযাত্রায় মোদী সরকার দরিদ্রদের তাদের জীবনভর 'অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থান'-এর জন্য কঠোর সংগ্রামের জোয়াল থেকে মুক্তি দিয়ে চলেছে। এই সরকার দিয়েছে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর, প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে বিনা মূল্যে খাদ্যশস্য, সারা দেশে রেশন কার্ডের বৈধতা, মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে শৌচালয়, প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, ভাল রাস্তা, স্বাস্থ্য বীমা এবং ব্যয়সাধ্য ইন্টারনেট। গৃহের সংস্থান ও প্রতিটি বাড়িতে পাইপ বাহিত পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

অন্যান্য দেশের চেয়ে অথবা পূর্বেকার জমানাগুলির সংগে তুলনায় মোদী সরকার ঢের বেশি ভালভাবে মুদ্রাস্ফিতি সামলাতে পেরেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকার আত্মসন্তুষ্ট নয়। আমাদের দেশবাসীর উপর মুদ্রাস্ফিতির যে বোঝা তা লাঘব করতে আরো বহু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর যত্নবান ও সহানুভূতিশীল নীতিমালা ১৩,৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেছে এবং ২০২১ পর্যন্ত পাঁচ বছরে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্থানে যুক্ত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের দুঃখ ও হতাশার পর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশার প্রাণকেন্দ্র রূপে আবির্ভূত হচ্ছে নতুন ভারত---নিউ ইন্ডিয়া। দেশ উদীয়মান যুবশক্তি, নারীশক্তি, কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক ও কৃষক, প্রতিভাবান কারুশিল্পী ও বয়নশিল্পীর অবদানে আশীর্বাদ ধন্য এবং এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা সৃষ্টি করছে বৈশ্বিক তরঙ্গ-লহরী।

ভারতের সন্তানাময় উচ্চাকাঙ্খী যুবকেরা চাহিদা ও উদ্যোগী শক্তি সঞ্চার করে চলেছে। মোদী সরকার জনগণকে আবাসন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও খাদ্যের সংস্থান দিচ্ছে, এবং কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসছে, বিবিধ উতাদন সামগ্রীর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত। এটা' আমাদের ক্ষুদ্র বিপণনকারী ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। এটা প্রতিভাবান তরুন ও তরুনীদের স্টার্ট-আপস্ সৃষ্টি করতে উতাহিত করছে, যা কর্ম সন্ধানীদের রূপান্তরীত করছে কর্মসৃষ্টাতে। মোদী সরকারের আমলে ঋণদানকারী প্রকল্প 'মুদ্রা' চালু হয়েছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় ৮ কোটি নতুন উদ্যোগপতি সৃষ্টি করার জন্য ২৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এদের ৭০ শতাংশ হল মহিলা উদ্যোগপতি এবং ৫১ শতাংশ সুবিধাপ্রাপক তপশিলি জাতি অথবা উপজাতি কিংসা অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

ভারতের রূপান্তর ১৪০ কোটি জনগণের শক্তি ও আশা-আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে এবং এটা বিশ্বের কাছে দৃশ্যমান। আজ, ভারত অতিমারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের যমজ আঘাত সত্বেও এই দোদুল্যমান বিশ্বে একটি উজ্জ্বল স্থান হিসেবে বৈশ্বিকভাবেই উচ্চ প্রশংসিত।

বিরোধীদের বকবকানি:

এই 'অমৃত কাল'-এর সময় আশাবাদের সমহারে ভরপুর পর্বে প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে ভারত যখন উন্নত দেশ হয়ে উঠছে, তখন কিছু লোক দিশাহারা ও হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তিন অপপশক্তি দুর্নীতি, বংশধরদের রাজনীতি ও তোষামোদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রধানমন্ত্রী উদাত্ত আহ্বান জনানাতেই তারা বক্‌বক্ করে জ্বালাতন করতে শুরু করেছে।

তাদের ভয়ের কারণটা বোঝা যাচ্ছে। সরকার কার্যকর আএনর প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং যেসব আইন জনগণকে নাস্তানুবাদ করতে ও ঘুষ আদায় করতে অপচ ব্যবহার করা হতো সেই সব বস্তাপচা আইন বাতিল করে দুর্নীতির মূল উতাটনের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী এটাও নিশ্চিত করেছে যে সরকারের কাছে সব নাগরিকই সমান, ব্যতিক্রম হল আগে যে তোষামোদ করার নীতি বহাল ছিল তা সামাজিক সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী পারিবারিক বা বংশধরদের অশুভ রাজনীতিকে সঠিকভাবেই তুলে ধরেছেন। এই মার্কা মারা রাজনীতিতে একটি মাত্র পরিবারের লোকজনই দলের মাথায় গড়ে বরে। যখন এই ধরনের একটি দল একটি মোর্চা সরকারকে নেতৃত্ব দেয় তখন দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়ায় একটি নিয়মিত ব্যাপার, যাতে জনগণের কোটি কোটি টাকা জড়িয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী এটাকেই ঘোঁটা পাকানো রাজনীতির বাধ্যবাধকতা বলে চিহ্নিত করেছেন।

এর বিপরীতে, প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে প্রশাসনকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ রূপে সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এক প্রজ্জ্বলন্ত আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে হয়। তাঁর কাছে 'পরিবার' মানে ভারতের ১৪০ কোটি জনগণের সবাই যারা তাঁর যত্নবান ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখে, যা তাঁকে ভারতেই সবচেয়ে সক্রিয় ও সব চাইতে জনপ্রিয় প্রধান সেবক করে তুলেছে।

শাড়িতেও নতুন নতুন ভাবনা, মুখ্যমন্ত্রী বোঝালেন মিষ্টি ব্যবসারীদের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : বর্তমানে হালকা শাড়ির চল বেড়েছে বলে মত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যবসাতেও যে নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে আসতে হয়, সেই কথা মঙ্গলবার কলকাতায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের এক অনুষ্ঠানে তাঁদের বোঝাতে গিয়ে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তখনই এ রাজ্যে শাড়ির ব্যবসায় কীভাবে বদল এসেছে তা তুলে ধরেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আগে বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি ছিল খরখরে। কিন্তু এখন মেয়েরা খরখরে শাড়ি পরতে ভালবাসে না। শুধু মেয়েরা কেন, ছেলেরাও খরখরে পোশাক পছন্দ করে না। সবাই হালকা পরতে ভালবাসে। আমি বিষ্ণুপুরের শাড়িকে একেবারে পাতলা করে দিতে বলেছিলাম। এখন সেরকম পাতলা করে দিয়েছে, আরও ভাল লাগছে।' শুধু বিষ্ণুপুরেই নয়, মুর্শিদাবাদের শাড়িতেও বদল এসেছে। বললেন, 'আগে মুর্শিদাবাদের সিল্ক কড়কড়ে ছিল। কড়কড়ে, খরখরে জিনিস কেউ নিতে চায় না। দেখবেন, এখন সকলে চেষ্টা করেন, তাঁকে স্লিম লাগবে কীভাবে। যদি কাউকে স্লিম লাগতে হয়, সে ভারী শাড়ি কম পরে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়া ভারী শাড়ি এখন আর কেউ সেভাবে পরতে চান না।

বাংলার বস্ত্র শিল্পে মসলিনের শাড়ির যে পুনরুত্থান হয়েছে, সেই কথাও এদিন উঠে আসে মমতার কথায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি যখন বাংলার দায়িত্বে আসেন, তখন রাজ্যে মসলিনের শাড়ি তৈরির শিল্পী খুব বেশি ছিলেন না। সারা বাংলা খুঁজে ৬০ জন বস্ত্রশিল্পীকে তিনি পেয়েছিলেন। তারপর তাঁদের দিয়ে আরও ৬০০ জনকে প্রশিক্ষিত করিয়ে নিয়েছেন মসলিনের শাড়ি তৈরিতে। আর তারই সুফল হল, আজকের দিনে বিশ্ব বাংলার স্টলে মসলিনের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে।

"পায়ের তলায় বোমা, উনি বুঝতে পারছেন না", মমতাকে তোপ দিলীপের

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : "মণিপুরে কী হয়েছে উত্তরপ্রদেশে কি হয়েছে এই নিয়ে ওনার খুব চিন্তা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা নিয়ে কিছু বলবেন না। ওনার পায়ের তলায় বোমা, উনি বুঝতে পারছেন না।" মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরের বোগদা এলাকায় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে চা চক্রে বসে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

দত্তপুকুরে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপবাবু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিস্ফোরণ কোনও নতুন ব্যাপার নয়। লোকে দীপাবলি বা সংক্রান্তিতে বোমা ফাটায়। আমরা সারা বছর ফাটাই। মুখ্যমন্ত্রী সেটা নিয়ে কিছু বলবেন না'।

চা চক্র শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেন, 'জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে এমন সমস্ত ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হচ্ছে আশেপাশের বাড়ি, পা সমস্ত উড়ে যাচ্ছে। মানুষের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ তাঁরা মারা যাচ্ছে। যে কিছুই জানেই না, নির্দোষ সেও মারা যাচ্ছে।

ওনারা যুক্তি দেন এখানে লোকেরা খেতে পায় না ১০০ দিনের কাজ বন্ধ তাই বোমা তৈরি করছে। তাহলে বাংলায় আছে টা কী? এটা ঠিকই বাংলাকে ওনারা গরিব করে দিয়েছেন ১২ বছরে। কিন্তু বাকি রাজ্যগুলো কেন বোমা বানায় না?

পুলিশ কি এখানে খায় দায় ঘুমোয়? নাকি ওনাদের নেতা বানাচ্ছেন'। এই মন্তব্য করে দিলীপবাবু বলেন, 'সব জানে কেউ ভয়ে বলেনি। পুলিশকে বললে পুলিশ উলটো কেস দিয়ে দেয়। পুলিশ টাকা নেয়, নেতারা টাকা নেয় আর দিনের পর দিন এই অবৈধ বিপদজনক কাজ চালায়।

আজ যখন এই ধরনের বিস্ফোরণ হচ্ছে মানুষের মাথা ঘুরে যাচ্ছে। সবার ভয় হচ্ছে কি জানি আমাদের পাড়াতেই কারখানা আছে নাকি কখন বোমা ফাটবে। যত দিন যাচ্ছে বড় বিস্ফোরণ হচ্ছে। আর মাননীয়া এই ব্যাপারে চুপ আছেন'।সেই সঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্যের মানুষ বাংলায় থাকলেও মরে যাচ্ছে। বাংলার বাইরে কাজ করতে গেলেও সেখানেও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে। বাংলার মানুষ কি এরকম অপঘাতে মৃত্যু লিখে নিয়ে এসেছে ভগবানের কাছ থেকে?আমার মনে হয় এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুখ্যমন্ত্রী'। কি কালচার তৈরি করেছেন উনি? যাদবপুর তার উদাহরণ! এদিকে বলছেন আমরা একবিংশ শতাব্দীতে আছি। আর সেই প্রাচীন পদ্ধতির র‍্যাগিং এখনও বন্ধ হয়নি। সবচেয়ে আধুনিক সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা যাদবপুরে ভর্তি হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের লজ্জার কি হবে'।

ধুমাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করানো হচ্ছে না, প্রতিবাদে তালা ঝুলিয়ে দিলেন আশাকর্মীরা

আমবাসা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : লংতরাইভেলী মহকুমার মনু ব্লকের অন্তর্গত ধুমাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মঙ্গলবার তালা ঝুলিয়ে দিল স্থানীয় আশা কর্মীরা। ধুমাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করানো হচ্ছে না। এই অভিযোগেই আজ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিলেন আশাকর্মীরা।

জানা গেছে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে পাঁচটি সাব সেন্টার রয়েছে। এই সাব সেন্টারগুলিতে মোট ৩২ জন আশা কর্মী রয়েছেন গ্রামীন এলাকার গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ ও সুবিধা প্রদানের জন্য। এই আশা কর্মীরা গর্ভবতী মায়েদের এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এনে গর্ভবতী কালীন সময়ে টিকা প্রদান সহ বিভিন্ন ওষুধপত্র ও চিকিৎসা পরিষেবা পাইয়ে দিতে সহায়তা করে থাকেন। একজন গর্ভবতী মহিলার সঠিক প্রসব সম্পন্ন হওয়ার পর নিযুক্ত আশা কর্মী প্রাপ্য মজুরি পান।

কিন্তু এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এখানে গর্ভবতী মায়েদের সন্তান প্রসব প্রায় করানো হয় না বললেই চলে। কারণ এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুইজন চিকিৎসক রয়েছেন। এর মধ্যে একজন প্রায়ই ছুটিতে থাকেন। ফলে একজন চিকিৎসকের পক্ষে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখে গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব করানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলস্বরূপ গর্ভবতী মহিলাদের এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে জেলা হাসপাতালে।

স্থানীয় আশা কর্মীদের পক্ষে গর্ভবতী মায়েদের সঙ্গে জেলা হাসপাতালে যাওয়া কিংবা থাকা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে গর্ভবতী মহিলাদের পরিষেবা প্রদান করেও সন্তান প্রসবের সময় সঙ্গে থাকতে না পারায় নিজেদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার আশা কর্মীরা। তাই এলাকার আশা কর্মীরা নিজেদের ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন।

আদালতের নজরদারিতে এবার থেকে হবে পুর নিয়োগ-দুর্নীতি তদন্ত

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি .স.) : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি-তদন্তে গঠিত সিবিআই সিট-ই তদন্ত করবে পুর নিয়োগ দুর্নীতির, এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি আদালতের নজরদারিতে এবার থেকে হবে পুর নিয়োগ-দুর্নীতি তদন্ত, নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহার। পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তকারী আধিকারিক সুনীল সিংহ রাওয়াতকে সিটে অন্তর্ভুক্ত করল আদালত। সঙ্গে সিবিআইকে।

''টাকা কোথায় গেল? দুর্নীতির মাথায় কে? আপনারা নীচ থেকে উপরে উঠছেন, উপর থেকে নীচে নামতে অসুবিধা কোথায় ? আপনাদের কে বাধা দিচ্ছে?'' সিবিআইকে এমনই কড়া প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সঙ্গে খানিক উষ্ণা প্রকাশ করেই আদালতের বিচারপতির বক্তব্য, ''আপনাদের তদন্তে কি আদৌ কোনও অগ্রগতি আছে ? একই ধরনের সব রিপোর্ট দিচ্ছেন, পুরনো তথ্যে ভরা ! নতুন অগ্রগতি কোথায় ? শুধুমাত্র পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় একটু হুড়োহুড়ি হল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন ? ''

প্রাথমিক ও পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রিপোর্ট নিয়েও প্রশ্নের মুখে সিবিআই। পাশাপাশি ''লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সিইও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কতদূর ? '' ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট তলব বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

এদিকে, উঠে আসে তথ্য ডাউনলোড বিতর্কও। যেখানে ইডি জানায়, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে তল্লাশির সময় তদন্তকারী আধিকারিক সেখানকার কম্পিউটারে কিছু ব্যক্তিগত বিষয় ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করেছিলেন। সেই কম্পিউটার বাজেয়াপ্তও করা হয়নি। থানায় জিডি হয়েছে।

যার পাল্টা বিচারপতি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, এই ধরনের আধিকারিককে কেন সিট থেকে সরিয়ে দেবো না?

মিষ্টি হাব তৈরির কথা ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে 'মিলন উৎসব'-এর সভায় যোগ দিয়ে একাধিক ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এই সভা থেকে তিন নয়া মিষ্টি হাব-এর কথা ঘোষণা করলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইকো পার্কের পর এবার মৌলালির কাছে তৈরি হচ্ছে নয়া মিষ্টি হাব। চন্দননগরের জলভরাকে প্রচারে আনতে আসছে একটি মিষ্টি হাব। এছাড়াও আরও একটি মিষ্টি হাবের ঘোষণা এদিন করেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নের সঙ্গে মিলিয়ে সেই মিষ্টি হাবের নয়া নামও রাখলেন তিনি ''মিষ্টান্ন'' ।দিলেন একাধিক কর্মসংস্থানেরও খবর। এই নামকরণের প্রসঙ্গেই নিজের মনের একটি কথা এই সভায় সকলের সামনে রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। শহরে তৃতীয় মিষ্টি হাবের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী সেই জায়গার নামও ঠিক করে দেন।

এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান ক্ষুদ্র ও মাঝাারি শিল্প দফতরের উদ্যোগেই মৌলালির কাছে তৈরি হচ্ছে ''মিষ্টিদ্যোগ''। সেখানে প্রায় ২০টা মিষ্টির স্টল থাকবে। সেখানে ফুড কোর্ট ও মিষ্টি প্যাকেজিংয়েরও ব্যবস্থা থাকবে।

ইকো পার্ক মিষ্টি হাব-এর বিপরীতে ২০ কাঠা জমির উপর ভবিষ্যতের মিষ্টি হাবের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বিধানসভায় বিল হিসেবে এই তৃতীয় মিষ্টি হাবের প্রস্তাব আনার নির্দেশ তিনি ফিরহাদ হাকিমকে দেন। মিষ্টি ব্যবসায়ীকে এই জমি এক টাকায় দেওয়ার কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সমস্ত জেলার মিষ্টির স্টল রাখার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্বপ্ন, বাংলার সমস্ত মিষ্টিই জিআই ট্যাগ পাবে।সভায় ভিড়ের মধ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের তরফ থেকে কয়েকজন তাঁর নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বা বাবা-মায়ের নামে নাম রাখতে অনুরোধ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী এই আবেদন শুনে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সেই আবেদন ফিরিয়ে দিয়ে জানান, ''না না, আমি আমার নামে কিছু চাই না। আমি আমার বাবা মায়ের নামেও কোনও কিছু করতে দিই নি। মনে রাখবেন আমি একা নই। আপনাদের নিয়েই তো সব কিছু। তাই সবার জন্য। তিনি বলেন, আমার কোনও কিছুতেই আসক্তি নেই। জীবন আজ কাল নেই। আমি প্রতিদিন শুয়ে ভাবি, আজ আছি এই খাটে শুচ্ছি, কাল যখন থাকব না, তখন সেটার দেখারও লোক থাকবে না। অনেকে আছে টাকা রোজগার করে জমিয়ে, এদিক ওদিক করে লুকিয়ে রাখে। কাউকে জানতে দেয়নি। অথচ সেটা নিজেরা উপভোগ করতে পারেন না। মরে যাওয়ার পরে জানতেও পারে না। কী লাভ!"

গাড়ির ধাক্কায় মাথা থেকে হেলমেট খুলে মৃত্যু বাইক আরোহীর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : এজেসি বোস উড়ালপুলে মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহীর। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মদন সাহা।

মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই ব্যক্তি বাইক নিয়ে এজেসি বোস উড়ালপুল দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সেই সময় পিছন থেকে কোনও গাড়ি ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। যার জেরে বাইক নিয়েই উড়ালপুরের দেওয়ালে ধাক্কা খান ওই ব্যক্তি। মাথা থেকে খুলে যায় হেটমেট।দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।

চিনের জারি করা মানচিত্রের বিরোধিতা করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স) : চিনের জারি করা নতুন মানচিত্রের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গলবার ট্যুইট করে বলেন, অরুণাচল প্রদেশ এবং আকসাই চিন সম্পূর্ণরূপে ভারতের অংশ। চিনের জারি করা এমন কোনও মানচিত্র আমরা গ্রহণ করি না যেটা আমাদের অখণ্ডতার পরিপন্থী।

খাড়গে আরও বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের অঞ্চলগুলির কোনও অবৈধ প্রতিনিধিত্ব বা নাম পরিবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। খাড়গে আরও বলেন, আমরা চিন সহ আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই। শুধু তাই নয় আমরা
লাইন-অফ-কন্টোলেও শান্তি চাই। কংগ্রেসের তরফে করা আরেকটি ট্যুইটের মাধ্যমে চিন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করা হয়েছে। কংগ্রেস জানিয়েছে, চারদিন আগে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারত সরকার জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) সম্পর্কে কঠোর সুরে চিনের সঙ্গে কথা বলেছে। এই বৈঠকের পর এখন চিন একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। যেটিতে তিনি অরুণাচল এবং আকসাই চিনকে তার অংশের কথা বলছেন।

কংগ্রেস, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্ন করেছে যে চিন তার ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড থামাচ্ছে না কেন?

পুরুলিয়ায় সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি, কোটি টাকার গহনা ও নগদ নিয়ে চম্পট ডাকাত দল

পুরুলিয়া, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ভরদুপুরে পুরুলিয়ায় সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় সোনার দোকানে সাত ডাকাত চড়াও। ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীকে বেঁধে সোনার গয়না, হিরে নিয়ে চম্পট ডাকাত দল। অন্তত আট কোটি টাকার গয়না ও নগদ লুঠ হওয়ার অভিযোগ। কীভাবে ঘটল এই দুঃ সাহসিক ডাকাতি, এর পিছনে কোনও অন্তর্ঘাত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুরুলিয়ার সদর থানার পুলিশ।

পুরুলিয়া শহরে নামোপাড়ায় এলাকায় রয়েছে সোনার দোকানটি। মঙ্গলবার দুপুরে অন্যান্য দিনের তুলনায় দোকানে কম কর্মচারী ছিলেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢোকে দুই দুষ্কৃতী। বিভিন্ন সোনার গয়না দেখছিল তারা। পরে তাদের দলের আরও পাঁচজন সেখানে আসে। এর পর দোকানের দুই নিরাপত্তারক্ষীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ক্রেতাদের কাছ থেকে ও দোকান থেকে কয়েক কোটি টাকার সোনার গয়না লুট করে। এমনকী, দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে লক্ষাধিক টাকা নগদ নিয়ে চম্পট দেয় তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। দোকান সংলগ্ন রাস্তায় ব্যাপক যানজট। বন্ধ সোনার বিপণীও।

জানা গিয়েছে, দোকানের মালিক সৌরভ দাঁ অন্য আরেকটি দোকানের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছেন। এদিন সন্ধেই তার উদ্বোধন। সেই উপলক্ষে দোকানের অধিকাংশ কর্মচারী ব্যস্ত। ফলে অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন কম সংখ্যক কর্মচারী ছিলেন দোকানে। এদিন যে দোকানে কম কর্মচারী থাকবে, তা কি আগেই জানতে পেরেছিল দুষ্কৃতীরা, সেই সুযোগেই কি সোনার দোকানটি টার্গেট করা হয় এদিন? দোকানের অভ্যন্তরের কেউ কি দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যুক্ত? তাঁরাই কি আগেভাগে খবর পৌঁছে দিয়েছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুরুলিয়া পুলিশ। এ প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "বহুদিন পর পুরুলিয়ার বুকে এরকম দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল। দুষ্কৃতীরা হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল। দ্রুত তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে।"

ফাঁসিদেওয়ায় রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু চিতাবাঘের

ফাঁসিদেওয়া,২৯ আগস্ট (হি.স.) : দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর কমলা চা বাগান এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল চিতাবাঘের। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, এদিন দুপুরে একটি চিতাবাঘ রাস্তা পারাপার করছিল। জানা গিয়েছে, সেই সময় বিধাননগর থেকে ফুলবাড়ির দিকে যাওয়া একটি গাড়ি চিতাবাঘটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটির। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পৌঁছান বনকর্মীরা। তবে তার আগেই ফাঁসিদেওয়া ঘোষপুকুর ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে ঘোষপুকুর রেঞ্জে নিয়ে যায়।

বন দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বেঙ্গল সাফারিতে পাঠানো হতে পারে। এর আগেও হাসখোয়া এলাকায় জাতীয় সড়কে একইভাবে চিতাবাঘের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফিটনেস প্রশিক্ষক অকিন

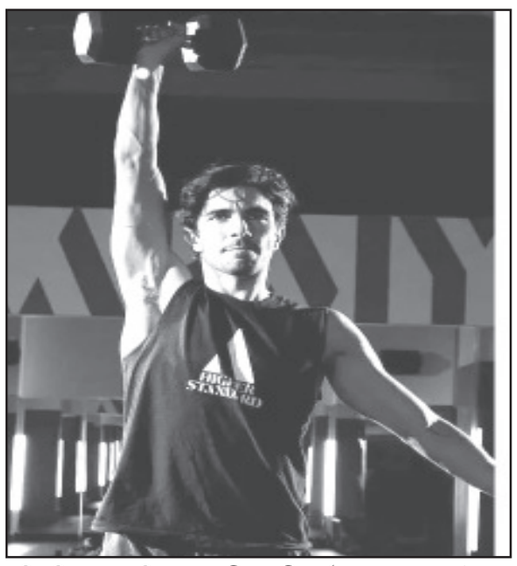

সাধারণ মানুষ থেকে তারকা স্বাস্থ্য সচেতন সকলেই নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। সাধারণ মানুষ, অনুরাগীদের উৎসাহিত করতে প্রায়শই শরীরচর্চার ছবি, ভিডিয়ো নিজেদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন তাঁরা। অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়ারও এর ব্যতিক্রম নন। মেয়ে, পরিবার এবং অভিনয় সামলেও নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তিনি।

প্রিয়াঙ্কার ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক অকিন অকমান এ ক্ষেত্রে সাইক্লিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। টেনিস খেলার পাশাপাশি সাইক্লিংয়ের জন্য অনেকে চেনেন অকিনকে। তিনি জানালেন অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তাঁর ফিটনেস "মন্ত্র"।

১) প্রয়োজন বুঝে ব্যায়াম

বন্ধুরা জিমে কত ক্ষণ সময় কাটাচ্ছেন বা কী ধরনের শরীরচর্চা করছেন, তার সঙ্গে আপনার শরীরচর্চার রুটিন যে মিলবেই, তার কোনও মানে নেই। সকলের প্রয়োজন এক রকম নয়। তাই প্রয়োজন এবং শরীরের সহ্যশক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রুটিন তৈরি করে দেন প্রশিক্ষকেরা।

২) প্রশিক্ষকের উপর আস্থা রাখা

ব্যক্তি বিশেষে চাহিদা অনুযায়ী ডায়েট এবং শরীরচর্চার রুটিন তৈরি করে দেন প্রশিক্ষকেরাই। আপনার শরীরের ভলমন্দ বোঝার প্রশিক্ষকের উপর ভরসা করাই ভাল।

৩) ডায়েটে মেনে চলা

শরীরচর্চার সঙ্গে ডায়েট অত্যন্ত জরুরি। তবে কয়েকটা দিন ডায়েট করেই কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে হবে না। ফিটনেসের বিষয়ে ধৈর্য এবং অধ্যবসায় দুই-ই জরুরি।

৪) ফাঁকি না দেওয়া

শরীরচর্চা করতে গেলে কষ্ট তো হবেই। তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে হবে না। দ্রুত ফল মিলছে না বলে অনেকেই মাঝপথে জিমে যাওয়া বন্ধ করে দেন। আবার কিছু দিন পর শরীরচর্চা করতে শুরু করেন। এমন খাপছাড়া ভাবে শরীরচর্চা করলে ফল না মেলার আশঙ্কাই বেশি।

৩) নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়া

দ্রুত মেদ ঝরানোর লক্ষে যোগাসন, ডায়েট, জিম, জুম্বা সব একসঙ্গে করার কে

মেজাজ ভাল করুন ম্যাঙ্গো কুলফি দিয়ে

বর্ষাকাল অনেকের কাছে প্রিয় মরসুম। অনেকেই আবার বর্ষা পছন্দ করেন না। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তো আমও বাজার থেকে কমে আসে। বর্ষায় আকাশ কালো করে থাকলে মনও ভার হয়ে থাকে। বর্ষাকালে মন ভাল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন ম্যাঙ্গো কুলফি। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন মিষ্টি এই পদ। রইল রেসিপি। উপকরণ: ফুল ফ্যাট দুধ: ১ ,লিটারচিনি: ১ কাপ,এলাচ গুঁড়ো:,১/২ চা চামচ,কেশর: ১ চিমটে,পেস্তা কুচি: ২৫ গ্রাম, কাঠবাদাম: ২৫ গ্রাম,আমের ক্বাথ: ২ কাপ, গুঁড়ো দুধ: আধ কাপ প্রণালী: ননস্টিক পাত্রে দুধ ফোটাতে থাকুন। ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে অর্ধেক হয়ে আসা পর্যন্ত ঘন করে নিন। এ বার একটি বাটিতে ঠান্ডা দুধের মধ্যে গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে নিন ভাল করে। এ দুধের মিশ্রণটি গরম দুধে মিশিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। এ বার চিনি, গুঁড়ো এলাচ ও কেশর দিয়ে চিনি গলে যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। ৫ মিনিট পর আঁচ বন্ধ করে ঠান্ডা করে নিন। দুধের মিশ্রণ ঘরের তাপমাত্রায় এসে গেলে আমের ক্বাথ মেশান। পেস্তা কুচি ও বাদাম কুচি মিশিয়ে দিন। কুলফি মোল্ডে ঢেলে নিন। ফ্রিজে অন্তত ৬-৮ ঘণ্টা বা সারা রাত রাখুন। তৈরি হয়ে যাবে ম্যাঙ্গো কুলফি।

রূপটানের সঠিক কায়দা জানলেই আপনার চোখ বড় দেখাবে

মুখের মেকআপ যতই ভাল হোক না কেন, চোখের রূপটান ভাল না হলে কিন্তু পুরো সাজটাই মাটি হয়ে যায়। রূপটানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ চোখ। ইদানীং চোখের সাজে "স্মোকি আইস", "সানসেট আইস", সাদা আইলাইনার চল বেশ বেড়েছে। চোখ যদি বড় হয়, তা হলে রূপটান অনেক বেশি করে ফুটে ওঠে। তবে চোখ ছোট হলেও ক্ষতি নেই।

কয়েকটি কায়দা জানলে ছোট চোখেই সকলের মাঝে মধ্যমণি হয়ে উঠতে পারবেন।

১) চোখ বড় দেখানোর জন্য চোখের সাজ হতে হবে উজ্জ্বল। আর উজ্জ্বল সাজ করার জন্য চোখে সাধারণ আইশ্যাডোর বদলে চকমকে আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। এখন বাজার বিভিন্ন ধরনের গ্লিটার পাওয়া যায়, সেগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। চোখের উপরের হাড়ের অংশে হাইলাইটার ব্যবহার করুন। ২) কী ভাবে আইলাইনার লাগাচ্ছেন, তার উপরেও নির্ভর করবে আপনার চোখ বড় দেখাবে কি না। আইলাইনার লাগানোর সময়ে চোখের উপরের পাতায় সম্পূর্ণ জায়গায় না লাগিয়ে পাতার এক তৃতীয়াংশে ব্যবহার করুন। এই টোটকায় আপনার চোখ বড় দেখাবে। আইলাইনার লাগানোর ক্ষেত্রে সাধারণ লাইনারের চেয়ে উইংড আইলাইনার লাগান।

৩) সাজের সময়ে অনেকেই চোখের পাতা অনেকেই কার্ল করেন না। অথচ কার্লার ব্যবহার করে চোখের পাতা কার্ল করলে কিন্তু চোখ বড় দেখাবে।

৪) চোখ বড় দেখাতে চোখের পলকে বেশ কয়েক পরত মাস্কারা লাগিয়ে নিতে ভুলবেন না। চাইলে বড় আইল্যাশও পরতে পারেন।

৫) চোখের নীচের পলকে কালো রঙের আইশ্যাডো দিয়ে নিতে পারেন। সঙ্গে ন্যুড রঙের কোনও কাজল পরতে পারেন। চোখ বড় দেখাবে।

স্বাস্থ্যসচেতন বন্ধুদের জন্য কোন খাবারগুলি বানাবেন?

সপ্তাহান্তে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডার আসর বসে অনেক বাড়িতেই। সারা সপ্তাহ কাজের চাপে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। অগত্যা বন্ধুত্বের উদ্যাপনের জন্য ছুটির দিনই সেরা। গল্প-আড্ডা হবে আর খাওয়াদাওয়া হবে না, তা কী করে হয়। তবে ইদানীং ওজন নিয়ে অনেকেই সচেতন। ওজন বেড়ে যেতে পারে, এমন কোনও খাবার সাধারণত এড়িয়েই চলেন অনেকে।

অথচ সুস্বাদু খাবার মানেই তাতে ফ্যাট, নয়তো কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেক বেশি। অন্য দিকে, মুখরোচক খাবার ছাড়া আবার আড্ডা জমে না। ফলে এমন টুকটাক ঘরোয়া মজলিশে কী খাবার রাখবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। খেতে সুস্বাদু কিন্তু খাবারে ফ্যাটের লেশমাত্র নেই, রইল এমন কয়েকটি খাবারের খোঁজ।

ড্রাই পেপার চিকেন

চা, কফি, নরম পানীয়ের সঙ্গে স্টার্টার হিসাবে রাখতে পারেন চিকেনের মুখরোচক পদ। মুরগির মাংসে ফ্যাট নেই। বরং প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে ওজন বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। তাই ঘরোয়া আড্ডায় স্বাস্থ্য সচেতন বন্ধুদের জন্য রাখতে পারেন এই খাবার।

বেকড কচুরি

বর্ষার সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে একটু ভাজাভুজি না হলে চলে না। তবে ভাজাভুজি মানেই চপ, শিঙাড়া নয়। শরীরের খেয়াল রাখতে বানাতে পারেন বেকড কচুরি। কচুরি গড়ে নিয়ে ডোবা তেলে না ভেজে অলিভ অয়েল ব্রাশ করে বেক করে নিন। তিল-ই পনির দুগ্ধজাত খাবারে ফ্যাট একেবারেই থাকে না। তাই আড্ডায় থাকতে পারে পনিরের এই পদ। দই আর তিল দিয়ে পনির ম্যারিনেট করে বেক করে নিন। গোল গোল করে কাটা পেঁয়াজের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বিট কবাব

কবাব মানেই তা মাংসের হতে হবে, তার কোনও মানে নেই। সব্জি দিয়েও কিন্তু কবাব তৈরি করা যেতে পারে। বিট দিয়ে বানাতে পারেন অন্য স্বাদের কবাব। বিট এমনিতে যথেষ্ট উপকারী। ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

মুর্গ বল

মুরগির মাংস দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন মুর্গ বল। শিশুরাও খুব পছন্দ করবে এই খাবার। মুরগির মাংস সেদ্ধ করে বিভিন্ন মশলা দিয়ে মেখে ছোট ছোট বলের আকারে গড়ে নিন। হালকা ভেজে নিলেই তৈরি মুখোরোচক এই খাবার।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিকল হতে পারে কিডনি

লাগামছাড়া জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, ডায়েটে প্রক্রিয়াজাত খাবারের আধিক্যের কারণে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। রক্তে উচ্চমাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড জমার এই সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় "হাইপারইউরিসেমিয়া"। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাবৃদ্ধি।

মূলত হাড় ও কিডনির উপরেই ইউরিক অ্যাসিড বেশি প্রভাব ফেলে। খাওয়াদাওয়ায় একটু রাশ টানলেই এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব। তবে ইউরিক অ্যাসিডের লক্ষণ সম্পর্কে অনেকেরই তেমন কোনও ধারণা নেই। এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, কী করে বুঝবেন? ১) ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধি পেলে ঘন ঘন প্রস্রাব পায়। কারণ, কিডনি চায় শরীরে থাকা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে বার করে দিতে। তবে প্রস্রাবের আধিক্য ছাড়াও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডে মাত্রা বেড়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে হতে পারে রক্তপাতও। এ ছাড়া, হতে পারে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন।

২) ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বাড়লে প্রস্রাবের সময়ে অনেকেরই জ্বালা করে। এই জ্বালা অনেক সময়ে এতটাই বেশি হয় যে মানুষটি প্রস্রাব করতেও ভয় পান। এই সমস্যা থেকে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। এ ছাড়া, প্রস্রাবে বিকট গন্ধও এই রোগের উপসর্গ হতে পারে। ৩) শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে পিঠের নীচের দিকে, তলপেটে কিংবা কুঁচকিতে ব্যথা হতে পারে। তাই এমন উপসর্গ দেখলেও সতর্ক হন। এ ছাড়া ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়া, সারা ক্ষণ ক্লান্তি ভাব, বমি বমি ভাব, বার বার ঢেকুর তোলা, পেশিতে ঘন ঘন ক্র্যাম্প ধরাও শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির উপসর্গ হতে পারে।

চুল পড়ার সমস্যা

বড় পর্দায় পদার্পণ করেননি তিনি। "লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন" শোনার অভ্যাস নেই। তবুও বলিপাড়ায় জনপ্রিয় মুখ মীরা রাজপুত। সমাজমাধ্যমে অনুরাগীর সংখ্যা কিছু কম নয় শাহিদ-পত্নী মীরার। নেটমাধ্যমে বরাবরই "হিট" তিনি। ইনস্টাগ্রামের পাতায় ও ইউটিউব চ্যানেলে মীরা প্রায়ই নিজের জীবনের নানা খুঁটিনাটি ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে।

অনেকে প্রায়ই জানতে চান, তাঁর জেল্লাদার চুলের রহস্য কী। কী ভাবেই বা তিনি চুলের পরিচর্যা করেন? সম্প্রতি মীরা অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন চুল পড়ার সমস্যা থেকে কী ভাবে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

১) চুল বাঁধার ভুলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি চুল ঝরে। মীরার মতে, প্লাস্টিকের সরু রাবারব্যান্ড দিয়ে কখনওই চুল বাঁধা উচিত নয়। কখনওই খুব আঁটসাঁট করে চুল বাঁধা উচিত নয়। এতে চুল বেশি ছিঁড়ে যায়। সিল্কের কিংবা যে কোনও কাপড়ের হেয়ার ব্যান্ড দিয়ে আলগা করেই চুল বাঁধার অভ্যাস করা উচিত।

২) ভিজে চুল আঁচড়ানো উচিত নয়। এতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি চুল ওঠে। ভেজা চুল শুনো কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে সিরাম ব্যবহার করুন। তার পর চুল ভাল করে শুকিয়ে যাওয়ার পর কাঠের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ান।

৩) অনেক বাড়িতে কলের জলে ভীষণ পরিমাণে আয়রন থাকে। আয়রন ও অন্যান্য খনিজযুক্ত জল ত্বক ও চুলের জন্য মোটেই ভাল না। চুল পড়ার সমস্যা কমাতে চাইলে স্নানাগারে একটি জল পরিস্রুত করার যন্ত্র লাগিয়ে নেওয়া ভীষণ জরুরি।

৪) ড্রায়ার, কার্লার, স্ট্রেটনারের মতো যন্ত্রগুলি যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল। বেশি তাপ ব্যবহার করলে চুল পড়ার সমস্যা আরও বেড়ে যায়। চুল ভাল রাখার জন্য সপ্তাহে অন্তত দু'বার গরম তেল দিয়ে মালিশ করা ভীষণ জরুরি।

৫) জীবনধারাতেও বদল আনার কথা বলেছেন মীরা। চুল পড়ার সমস্যা কমাতে রোজ নিয়ম করে আট ঘণ্টা ঘুমোতে হবে, শরীরচর্চা করতে হবে, খাদ্যাভ্যাসেও বদল আনতে হবে। বাইরের খাবার কম খেয়ে বাড়িতে বানানো খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মীরা।

বর্ষায় সদ্যোজাতদের সুরক্ষিত রাখবেন কী করে?

গরমে হিটর্যাশের থেকে মুক্তি দিলেও বর্ষা কিন্তু নানা রকম রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে তোলে। বড়দের তো বটেই, এ সময়ে সদ্যোজাতদেরও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। জলবাহিত এবং মশাবাহিত রোগের প্রকোপ তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পায় বর্ষাকালে। এ ছাড়াও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি হওয়া তো আছেই।

চিকিতকেরা বলছেন, সংক্রমণ থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে গেলে সবচেয়ে আগে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। বাড়িতে সদ্যোজাত শিশু থাকলে সব সময়ে ঘরের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। স্যানিটাইজ করতে পারলে আরও ভাল হয়। শুধু তা-ই নয়, শিশুর বিছানা-বালিশ, পোশাক, নিত্য ব্যবহারের জিনিসের সঙ্গে সব খেলনাও পরিষ্কার করতে পারলে বড়সড় রকমের রোগ রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া, আরও তিনটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১) সঠিক ডায়াপার কিনুন

বাতাসে আর্দতার পরিমাণ বেশি থাকায় বর্ষাকালে বার বার বিছানা ভিজিয়ে ফেলে শিশুরা। ভেজা কাপড় বা ডায়াপার থেকে ঠান্ডা লাগা স্বাভাবিক। এ ছাড়াও ভিজে ডায়াপার পরে সংক্রমণের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকেরা বলছেন, বর্ষায় বিছানা ভিজিয়ে ফেলার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সারা ক্ষণ শিশুকে ডায়াপার পরিয়ে রাখাও কিন্তু কাজের কথা নয়। তাই চেষ্টা করতে হবে ডায়াপারের ব্যবহার কমানোর। পাশাপাশি, ভেজা কাপড় যাতে বেশি ক্ষণ যাতে ত্বকের সংস্পর্শে না থাকে, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

২) মশা যেন না কামড়ায়

বর্ষার জমা জলে মশা বংশবিস্তার করে। তাই মশাবাহিত রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পায় এ সময়ে। শিশুকে মশার কামড় থেকে সুরক্ষিত রাখতে গা ঢাকা পোশাক পরানোর পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। দিনের বেশির ভাগ সময়েই শিশুকে মশারির ভিতর রাখার নিদানও দিচ্ছেন তাঁরা।

৩) রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকা

জ্বর, সর্দি, পেটের রোগ ছাড়াও শিশুদের নানা রকম সংক্রমণ হতে পারে এ সময়ে। ঘন ঘন শরীর খারাপ হলে আতঙ্কিত না হয়ে কোন রোগের কী লক্ষণ, সে সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

স্নানের পর দাঁত মাজেন? ত্বকের কোন সমস্যা ডেকে আনছেন

ব্রণ নিয়ে নাজেহাল অনেকেই। কিন্তু কেন এত বিড়ম্বনা, তা খুঁজে পান না। তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণর প্রবণতা বেশি। সেই সঙ্গে ত্বকের মরা কোষ, ব্যাক্টেরিয়াও ব্রণ হওয়ার নেপথ্যে থাকে। বাইরের খাবার বেশি করে খাওয়া, জল কম খাওয়া, ঠিক করে মেক আপ না তোলার জন্য ব্রণ হতে পারে। কিন্তু আরও একটি কারণে ব্রণ হয়।

দাঁত মাজার অভ্যাসের সঙ্গে ব্রণ হওয়ার সম্পর্ক আছে বলে জানাচ্ছেন চর্মরোগ চিকিৎসকেরা। বিষয়টি কেমন? স্নান করার পর দাঁত মাজার অভ্যাস থাকলে ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। চিকিতকদের মতে, দাঁত মাজার সময় মুখের ভিতরের জীবাণু গাল এবং থুতনিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্নান করার পর সাধারণত মুখ ধোয়া কম হয়। ফলে জীবাণু থেকেই যায়। সেখান থেকেই র্যাশ, ব্রণ, ফুসকুড়ির জন্ম হয়। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। ফলে অজান্তেই এই ভুলটি করে ফেলেন। তাই স্নান করার পর দাঁত না মাজাই শ্রেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দাঁত মেজে নেওয়া জরুরি। দাঁত মাজতে যত দেরি হবে, মুখের ভিতর জীবাণুর দৌরাত্ম্য ততই বাড়বে। এতে দাঁতেরও ক্ষয় হয়। তাই ঘুম ভাঙার পরেই সময় নিয়ে দাঁত মাজতে হবে। দাঁত মাজার সময়ে মুখের ভিতর থেকে জীবাণু ত্বকে পাড়ি দেয়। তবে স্নান করার সময়ে তা চলেও যায়। কিন্তু স্নানের পরে দাঁত মাজলে জীবাণু বাসা বেঁধেই থাকে ত্বকে। ব্রণর ঝুঁকি এড়াতে তাই কখনও স্নানের পর দাঁত মাজা ঠিক নয়। এটি ছাড়াও ত্বক ভাল রাখতে আর কী কী ভুল এড়িয়ে চলবেন?

১) হাত না ধুয়ে মুখে হাত দেওয়া ঠিক নয়। ফেসওয়াশ ব্যবহার করা কিংবা মেক আপ করার আগে অবশ্যই হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিন।

২) দাঁত মাজার পর মুখ ধুয়ে নেওয়াও জরুরি। মুখের জীবাণু ত্বকে গেলেও তাতে ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি কমবে।

৩) তৈলাক্ত ত্বকের বাড়তি যত্ন প্রয়োজন। ঠিক করে ফেসওয়াশ করা থেকে ঘরোয়া উপায়ে ত্বকের খেয়াল রাখা, সবটাই করতে হবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

দিনভর যদি চোখ থাকে ফোনে, তবে কী ক্ষতি হয় কি ক্ষতি হতে পারে

অতিমারির সময় থেকে যে হারে মোবাইল, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের ব্যবহার বেড়েছে, তাতে চোখের সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। অতিমারির প্রকোপ ফিকে হয়ে গেলেও মোবাইল এবং ল্যাপটপের পর্দায় চোখ রাখার অভ্যাসে কিন্তু কোনও রকম ছেদ পড়েনি। কাজের পর বাড়ি ফিরে বিনোদনের জন্যও চোখ সেই ওটিটির পর্দায়। মাঠে খেলাধুলা করার দিন ফুরিয়েছে অনেক আগেই।

তাই বেশির ভাগ শিশুর অবসর বলতে মোবাইল এবং ল্যাপটপের ভিডিয়ো গেমই ভরসা।

তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, মোবাইল বা ল্যাপটপের ব্যবহারের ফলে শরীর এবং মনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে বলা হয় "গেমিং ডিজঅর্ডার"। তাঁদের মতে, এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আলাদা কোনও লক্ষণ নেই। ছোটদের ক্ষেত্রে হঠাতকাঁপুনি দেওয়া, পড়া মনে রাখতে না পারা, খিদে না পাওয়া এবং অতিরিক্ত অস্থিরতা দেখা যায়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, কোনও কারণে উদ্বেগ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

"গেমিং ডিজঅর্ডার"-এর লক্ষণগুলি কী কী?

১) হঠাতকাঁপুনি দেওয়া
২) স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া
৩) সব কাজেই অস্বস্তি
৪) খিদে না পাওয়া
৫) কোনও কাজে মনোযোগ দিতে না পারা
৬) অবসাদ এবং উদ্বেগ
৭) মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি
৮) অস্থিরতা

পদত্যাগ করতে চান সিটু সভাপতি, মধ্যস্থতা করার চেষ্টায় আলিমুদ্দিন

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে ডামাডোল বেধেছে। সিপিএম সূত্রে খবর তেমনটাই।

জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি এমনই যে, নেতৃত্বের সঙ্গে বনিবনার অভাবের কারণে সিটুর রাজ্য সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যদিও সুভাষবাবু প্রকাশ্যে বিষয়টি অস্বীকারই করেছেন। তাঁর কথায়, "এ সব একেবারে ভুল কথা! কারা যে রটায় কে জানে!"

তবে সংগঠনের অভ্যন্তরে কী হয়েছে, সুভাষ কী বলেছেন, তা যে তিনি নিজে প্রকাশ্যে বলবেন না, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সিপিএমের অনেক নেতাই ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করছেন, সিটুর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে দলের রাজ্য কমিটিকে।

রাজ্য সিটুর ভূমিকা নিয়ে সিপিএমের মধ্যেও সমালোচনার চোরাস্রোত রয়েছে বলেই খবর। শ্রমিক শ্রেণির পার্টি সিপিএমে শ্রমিক ফ্রন্টেরই দৈন্যদশা' নিয়ে ঘরোয়া আলোচনায় আক্ষেপ গোপন করেন না অনেক নেতাই। সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির সদস্য যেমন মঙ্গলবার বলেছেন, "সরকারে থাকার সময় বাস-অটো ইউনিয়নকেই ট্রেড ইউনিয়নের নিউক্লিয়াস ভেবে নেওয়া হয়েছিল। সেটাই কাল হয়েছে!"

সিপিএম সূত্রের খবর, সুভাষের ইস্তফাপত্র নিয়ে রাজ্য সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। জানা গিয়েছে, 'ফ্র্যাকশন কমিটি'র বৈঠক করে সুভাষবাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে, এখনই তিনি যেন ওই সিদ্ধান্ত না নেন। পরের বছর সিটুর রাজ্য সম্মেলন। সেই মঞ্চ থেকে তিনি 'সসম্মানে' সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিন। সুভাষবাবু বেলঘরিয়ার লোক। মূলত উত্তর ২৪ পরগনাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চারণভূমি। কিন্তু গত সম্মেলনে তাঁকে সিটুর রাজ্য সভাপতি করেছিল সিপিএম। দলীয় সূত্রের খবর, তাঁর রাগ-ক্ষোভ অনেক পুরনো। তিনি শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হলেও বয়সবিধির কারণে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নন। এমনকি, রাজ্য সিপিএমের ট্রেড ইউনিয়ন সাব কমিটিরও তিনি 'স্থায়ী সদস্য' নন। সেখানেও তিনি 'আমন্ত্রিত'। এ নিয়ে তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে একাধিক বার তাঁর উষ্মার কথা জানিয়েছেন।

সিপিএম সূত্রের আরও খবর, সুভাষবাবু মাঝে মেজাজ নিয়ে সভাপতি পদ ছাড়ার ব্যাপারে কার্যত গোঁ ধরে বসে থাকলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের পর কিছুটা নরম হয়েছেন।

যে সূত্রে সিটুর উত্তর ২৪ পরগনার এক নেতা রসিকতা করে বলেন, "কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'এখন কে যায়'। সেই কবিতার শেষ লাইন ছিল 'এমন মজার খেলাঘর ছেড়ে, দূর! এখন কে যায়'। আমাদের ঝন্টেদাও (সিটু নেতা সুভাষের ডাকনাম) হয়তো তেমনই ভাবছেন। কারণ সামনের বছরেই সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন।"

সুভাষবাবুর ইস্তফা দিতে চাওয়ার ইচ্ছার নেপথ্যে একটি 'রাজনীতি-বহির্ভূত' কারণও সিপিএমের অন্দরে শোনা যাচ্ছে। তবে তা একেবারেই অসমর্থিত সূত্রের খবর। সেটি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে রাজি নন দলীয় নেতৃত্ব। তাঁরা চাইছেন, রাজ্য সম্মেলনের আগের বছর সংগঠনের সর্বোচ্চ পদে যেন ইস্তফার 'কালি' না-লেগে যায়।

সিপিএম সূত্রে এ-ও খবর, শেষ পর্যন্ত সুভাষবাবু যদি একান্তই সভাপতি পদে থাকতে না চান, তা হলে আভাস রায়চৌধুরী অথবা চা-বলয়ের নেতা জিয়াউল আলমকে ওই পদে আনতে পারে সিপিএম। সে ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। তবে আলিমুদ্দিন চাইছে সম্মেলন পর্যন্ত স্বপদেই থাকুন সুভাষ।

হাওড়ায় দু'টি স্কুলে তালা ভেঙে চুরি

হাওড়া, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : পরপর দু'টি স্কুলে তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল। এবার দুষ্কৃতীদের স্কুলে প্রবেশের দৃশ্য ধরা পড়ল সিসিটিভি ক্যামেরায়। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল আমতার উদং গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে উদং হাই স্কুলে ও উদং গার্লস হাই স্কুলে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, উদং হাই স্কুলের অফিস ঘর, স্টাফ রুম-সহ বেশ কয়েকটি ঘরের প্রায় ৮-১০ টি তালা ভাঙে দুষ্কৃতীরা। এই স্কুল থেকে তালা ভেঙে নগদ প্রায় আট হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

পাশাপাশি, তথ্য লোপাটের চেষ্টায় হার্ড ডিস্কও খুলে নিয়ে যায়। পাশেই থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে দুষ্কৃতীদের স্কুলে প্রবেশের দৃশ্য।সোমবার রাত এগারোটার পর ঘটনাটি ঘটে। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যায়। মুখে চাপা দিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে, উদং গার্লস হাইস্কুলেও অফিস রুম ও স্টাফ রুমের তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তালা ভেঙে নগদ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই দু'টি স্কুলে আসে আমতা থানার পুলিশ।

চারটি দেশের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতি মুর্মুর কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু চারটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার এস্তোনিয়া, ইউক্রেন, বুর্কিনা ফাসো এবং নরওয়ে রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু চারটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে তাঁদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। এই চারটি দেশ হল এস্তোনিয়া, ইউক্রেন, বুর্কিনা ফাসো এবং নরওয়ে। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে আজ এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রদূত মার্জে লুপ, ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ডঃ আলেক্সান্ডার পোলিশচুক, বুর্কিনা ফাসোর রাষ্ট্রদূত ডঃ ডিজায়ার বনিফেস সাম ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে-এলেন স্টেইনার আজ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ফের ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দাবি দেবোলালের

হাফলং (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আসন্ন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবে, দাবি করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গালর্সো।

চলতি বছরের ডিসেম্বরে বা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে আসা হতে পারে বলেও খবর। আগামী বছরের জুনে বিজেপি শাসিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবে।

পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গালর্সো বলেন, ২০১৯ সালে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল। তবে এবারের নির্বাচনে ২৮-এর মধ্যে ২৫টি আসনে জয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন দেবোলাল। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে ডিমা হাসাও জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। যার দরুন আগামী নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পরিষদ দখল করবে।

দেবোলাল বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনেও জয়ী হতে পারবে না। পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে যে তিনটি আসনে লাড়াই হবে সেই আসনগুলিতে বিজেপি ও নির্দল প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হবে। কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির কোনও লড়াই হবে না বলে দাবি করেন তিনি।

সিইএম গালর্সো বলেন, কংগ্রেস নেতাদের এখন আর তেমন কাজ নেই। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার নিজেই কোন আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা এখনও ঠিক করতে পারছেন না। দেবোলাল বলেন, সমরজিৎ হাফলংবারকে এখন রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়া উচিত।

দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন, পার্বত্য পরিষদের আগামী নির্বাচনে হাফলং আসন ও গরমপানি আসনে বিজেপি প্রার্থী হবেন, তা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। এবারের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থিত্ব লাভের দাবিদার অনেক। দলীয় টিকিটকে কেন্দ্র করে দলকে বড়সড় সমস্যায় পড়তে হবে কিনা প্রশ্নের জবাবে দেবোলাল বলেন, প্রার্থিত্বের বিষয় ঠিক করবেন দলীয় নেতৃত্ব। তবে পরিষদের বেশ কিছু আসনে একাধিক প্রার্থিত্বের দাবিদার রয়েছেন ঠিকই, অবশ্য যাঁদের বেশি জনসমর্থন রয়েছে বা সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করবেন প্রার্থিত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ওই সকল প্রার্থীকেই দল অগ্রাধিকার দেবে বলে জানান তিনি।

দেবোলাল বলেন, দলীয় প্রার্থিত্ব নিয়ে তেমন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই দলীয় টিকিট নিয়ে কোনও ধরনের সংঘাত হওয়ারও প্রশ্নই ওঠে না বলে জানিয়ে দেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গালর্সো।

শিলিগুড়িতে আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ

শিলিগুড়ি, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়িতে এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি থানার বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় নাবালিকা তার বন্ধুর বাড়ি থেকে আসছিল। তখনই নাবালিকাকে একা দেখে এক যুবক ধর্ষণ করে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত যুবককে ধরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের কাছে তুলে দেয়। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবিতে নকশালবাড়ি থানায় ঘেরাও করে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এতে থানা চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন শিলিগুড়ি মহাকমা পরিষদের চেয়ারম্যান অরুণ ঘোষও। তখনই পরিবেশ শান্ত হয়। পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

অসুস্থ থেকে উন্নত রাজ্যের পথে এগিয়ে চলেছে উত্তর প্রদেশ : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ আগস্ট (হি.স.): অসুস্থ থেকে উন্নত রাজ্যের পথে এগিয়ে চলেছে উত্তর প্রদেশ। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার লখনউ-তে ফিকি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সভায় বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'বিগত ৬ বছরে উত্তর প্রদেশ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি করেছে। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে যেটি নির্মাণাধীন রয়েছে তা মেরঠ এবং গাজিয়াবাদকে প্রয়াগরাজের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চলেছে...এখন যদি কেউ মেরঠ থেকে প্রয়াগরাজে আসতে চায়, তাহলে ১৬-১৭ ঘন্টা লাগবে, কিন্তু গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হলে এই সময় কমে যাবে ৬ ঘন্টায়।'

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, '১৯৮৫-৮৬ সালের পরে উত্তর প্রদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অন্ধকারের সময় দেখেছে...উত্তর প্রদেশ সম্পর্কে দেশ এবং বিশ্বের উপলব্ধি খুব ভিন্ন ছিল...এখানকার যুবক, ব্যবসায়ী এবং নাগরিকদের সামনে একটি পরিচয় সংকট ছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে, উত্তর প্রদেশ অন্ধকার থেকে বের হয়ে একটি ""বিমারু"" রাজ্য থেকে উন্নত রাজ্যে পরিণত হতে পেরেছে।'

রনঘাট সীমান্তে ২.৪০ লক্ষ টাকার মাছের ডিম বাজেয়াপ্ত

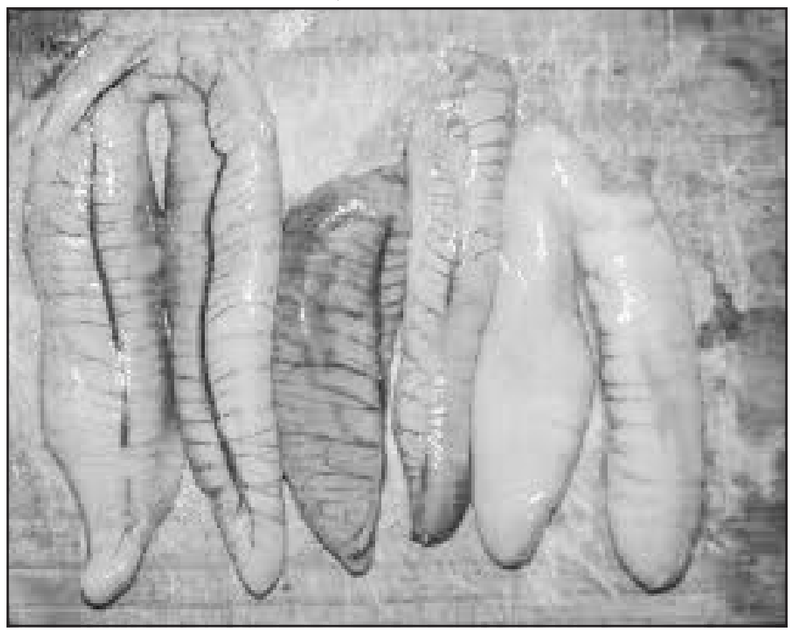

বনগাঁ, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার রনঘাট সীমান্তে মাছের ডিমের ১৬ টি প্লাস্টিকের ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। যার বাজার মূল্য ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। চোরাকারবারীরা এই পণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

সীমান্ত ফাঁড়ির রনঘাটের জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পান, তাদের এলাকা থেকে মাছের ডিম পাচার হচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্রই জওয়ানরা তাদের এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। কিছুক্ষণ পর জওয়ানরা দেখতে পান আট থেকে নয়জন চোরাকারবারী পণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্তের দিকে আসছে। জওয়ানরা চোরাকারবারিদের ধাওয়া করে। জওয়ানদের তাদের দিকে আসতে দেখে চোরাকারবারীরা সঙ্গে থাকা সামগ্রী ফেলে গ্রামের দিকে ফিরে যায়। জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে মাছের ডিম সম্বলিত ১৬টি প্লাস্টিকের ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাগদা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।ডিআইজি আর্য বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা সর্বদাই তৎপরতার সাথে আন্তর্জাতিক সীমান্তে তাদের দায়িত্ব পালন করে। তিনি আরও বলেন, চোরাকারবারীরা প্রতিদিনই পাচারের চেষ্টা করে এবং ধরাও পড়ছে। একই সঙ্গে তিনি জানান, বিএসএফ কোনো অবস্থাতেই সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান হতে দেবে না।

প্রচণ্ড হই-হট্টগোল, হাঙ্গামা, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত মণিপুর বিধানসভার একদিনের অধিবেশন

ইমফল, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : প্রচণ্ড হই-হট্টগোল, হাঙ্গামার জেরে মণিপুর বিধানসভার একদিনের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ থোকচম সত্যব্রত সিং।

গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে মণিপুর বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণে তা বাতিল করা হয়। এর পর ৩ মে থেকে গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় বর্ষাকালীন অধিবেশনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার প্রায় চার মাস পর প্রথমবারের মতো আজ মঙ্গলবার সকালে নির্দিষ্ট সময়ে মণিপুর বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ একদিনের অধিবেশন শুরু হয়।অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ও ট্রেজারি বেঞ্চের মধ্যে প্রচণ্ড বাগযুদ্ধ শুরু হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভায় 'গণতন্ত্র বাঁচাও', 'নরহত্যা বন্ধ করো', 'শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ সরকার' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। থেমে থাকেনি সরকার পক্ষও। তাঁরাও পাল্টা শব্দবাণে আক্রমণ করতে থাকেন। এক সময় প্রচণ্ড হই-হট্টগোল ও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বলে ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ থোকচম সত্যব্রত সিং।

মূলত রাজ্য সংগঠিত সহিংসতায় নিহতদের জন্য দুই মিনিটের নীরবতা পালন করতে আপত্তি করে এক দিনের অধিবেশন পাঁচ দিনের জন্য বাড়াতে চেয়েছিল কংগ্রেস। তাঁদের বক্তব্য, একদিনের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর বা প্রাইভেট মেম্বার মোশনের কোনও কার্যক্রমণিকা ছিল না। এই একদিনের অধিবেশন জনস্বার্থে নয়, বক্তব্য কংগ্রেসের।

এদিকে রাজ্যপালের কার্যালয় প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিশৃঙ্খলার মধ্যেও বিধানসভায় তিনটি রেজিলিউশন পাস করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছিল কোনও বৈষম্য ছাড়া সম্প্রীতি বজায় রাখা। আলোচনার মাধ্যমে শান্তির জন্য প্রচেষ্টা করা এবং সহিংসতা এড়াতে আবেদন করা। এদিকে কুকি-জোমি উপজাতি সংস্থাগুলি একদিনের অধিবেশন প্রত্যাখ্যান করে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ১০ জন বিধায়ক অধিবেশন বয়কট করেন। তাঁরা বলেন, মেইতই অধ্যুষিত ইমফল উপত্যকায়, যেখানে বিধানসভা অবস্থিত সেখানে কুকি বিধায়কদের ভ্রমণ করা নিরাপদ নয়। তবে নাগা বিধায়করা অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।

কুকি-জোমি সমাজ রাজ্যপালকে বিধানসভা অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। তাঁদের সেই একই দাবি, পৃথক প্রশাসন চাই। কিন্তু সরকার কোনও বিশেষ সুবিধা প্রদানে অস্বীকার করে। মন্ত্রী সাপম রঞ্জন সিং বলেন, 'মণিপুরে কোনও আলাদা প্রশাসন থাকতে পারে না, সরকারের এই অবস্থান স্পষ্ট।

অন্যদিকে উপজাতীয় সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে গৃহীত কোনও প্রস্তাব বিধানসভায় বাধ্যতামূলক হবে না। আবার মেইতেই নাগরিক সমাজ এবং বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের অন্যতম একটি প্রধান দাবি ছিল। সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি বিধানসভা অধিবেশন তার শেষ অধিবেশন থেকে ছয় মাসের মধ্যে ডাকার কথা।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার গত ২১ আগস্টের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করতে সুপারিশ করেছিল। কিন্তু রাজভবন থেকে সবুজ সংকেত না দিয়ে ২৮ আগস্ট অধিবেশনের দিন ধার্য করে দেওয়া হয়। পরে গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ঘোষণা করে, ২৯ আগস্ট বিধানসভার অধিবেশন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সাময়িক বন্ধ করে দিচ্ছেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : এবার বিপদের আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সাময়িক বন্ধ করে দিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি সংবাদমাধ্যমে জানান, আচার্য তাঁকে উপাচার্যের অস্থায়ী দায়িত্ব দিয়েছেন। রণে ভঙ্গ দিতে রাজি নন। আপাতত বাড়ি থেকে কাজ করছেন তিনি।

শুভ্রকমলবাবু ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস কে ইমেইল করেও তা জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে অবশ্য তৃণমূল সমর্থিত কর্মচারী ইউনিয়নের বিভিন্ন সময় অপমান কেই দায়ী করছেন উপাচার্য। শুধু তাই নয় শারীরিকভাবে নিগ্রহের আশঙ্কাও করছেন শুভ্র কমল মুখোপাধ্যায়। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করে তিনি বলেন "আমি শুক্রবার পর্যন্ত ক্যাম্পাসে গেছি। এর আগে যা পরিস্থিতি হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে না যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় গেলে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারব। প্রায় প্রত্যেকদিন কর্মচারীরা দল বেঁধে আমার ঘরে ঢুকছেন এবং যাচ্ছে তাই ভাবে অপমান করছেন।"

উপাচার্যের অভিযোগ, "বারবার তারা আমাকে বলছে কেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আপনি দেখা করছেন না? শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আমার কি আছে? আমি রাজ্যপালকে নিয়োগ পত্র নেওয়ার সময় জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি কোনও পারিশ্রমিক নেব না। আমি একটা সামাজিক পরিষেবা দেব। আমি যা শুনেছি ওরা আমাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করবে।"

উপাচার্য বলেন, "আমি মদ্যপান করি না। কিন্তু ওরা অভিযোগ করছে আমি নাকি অফিসকক্ষে বসে মদ্যপান করি। শুভ্রকমল না বলে কেষ্টকমল বলে ধ্বণি দিতে থাকে। সঙ্গে নানা অশ্রাব্য কথা। যা করছে ওরা, কোনও ভদ্রলোক মেনে নিতে পারবেননা। আচার্য সব শুনে অবাক। তাঁর সম্মতি নিয়ে আমি রেজিস্ট্রারকে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর আবেদন করেছি।

গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির বৈঠকে ওদের কিছু দাবিদাওয়া ওরা পাস করিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমাকে পড়ে শারীরিক হেনস্থা করার মতলবও ছিল বলে খবর পেয়েছি। গাড়ির সামনে বসে বিক্ষোভ দেখায় ওরা। পুলিশে খবর দিই। সাদা পোষাকের পুলিশ ছিল। অন্যদায় আমি হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার হতে পারতাম না।

গত ৭ জুলাই কর্ণাটক হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শুভকামনা মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের দায়িত্ব দেন রাজ্যপাল। তাঁর নিয়োগের আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ছিলেন নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী। তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর প্রায় দু'মাস বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন ছিল। ফলে নানা সমস্যা হচ্ছিল।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক অশান্তি হওয়ায় ভোটের তিন দিন আগে রাজভবনের তরফে শুভ্রকমলবাবুর নেতৃত্বে 'শান্তি ও সামাজিক সংহতি কমিটি' গঠন করেন রাজ্যপাল।

ডুরান্ড-এর সেমিফাইনাল : ফাইনালের পথে লাল-হলুদের শক্ত বাধা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ ডুরান্ডের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। ডুরান্ড কাপে এখনও পর্যন্ত নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের। এ মরসুমে নতুন কোচ হয়ে এসেছেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। তার কোচিংয়ে বদলে গেছে ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে ২-০ এগিয়ে থেকেও ড্র, এরপর পরের ম্যাচে জয় পেয়েছে। সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক, ডুরান্ডে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জয়। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে আরও এক বার ডার্বি হতে পারে। তবে আজ ইস্টবেঙ্গলকে জিততেই হবে। আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মোহনবাগানকেও গোয়ার বিরুদ্ধে জিততে হবে। শেষ বার ২০০৪ সালে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল। আর ৪ বছর আগে ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে উঠলেও হেরে গিয়েছিল গোকুলম কেরালার কাছে। এ বার কোয়াটার ফাইনালে সেই গোকুলমকে হারিয়েই সেমিফাইনালে গেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে আজকের ম্যাচের ওপর। আজ প্রথম সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের শক্ত বাধা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড।

রাখী তৈরির প্রতিযোগিতায় ফুটে উঠেছে তাদের নানান প্রতিভা

বেগুসরাই, ২৯ আগস্ট (হি.স) : রাখী বন্ধনের উৎসব এগিয়ে আসতেই বিভিন্ন স্কুলে শিশুদের মধ্যে রাখী তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। রাখী বন্ধন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকাশ বিদ্যালয়ের ডুমরি প্রাঙ্গণে একটি রাখী তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় স্কুলের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিল। সকল শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের নিজের শ্রেণি শিক্ষকের সাহায্যে ও নেতৃত্বে রাখী তৈরির কাজ শুরু করেছিল। সব শিশুই দারুণ দারুণ রাখী তৈরি করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ের পরিচালক রাজকিশোর সিং, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, শিশুদের মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। মনোমুগ্ধকর ডিজাইনের সব রাখী তৈরি করে আজ শিশুরা তাদের প্রতিভা দেখিয়েছে। বিদ্যালয়ের উপ-পরিচালক রাকেশ কুমার ও অধ্যক্ষ মনোজ কুমার চৌধুরীও শিশুদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আশীষ সাহা

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্য হলো সংগঠনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে আগামী দিনে আন্দোলন সংগঠিত করা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যুব সংগঠন শক্তিশালী করতে এবং যুব আন্দোলন আরো বেশি তীব্রতর করতে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, এ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নেশা মুক্ত ত্রিপুরার কথা বলে নেশার আসক্তি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে যুব কংগ্রেস কর্মীদের। কিভাবে সমাজকে সঠিক দিশায় নিয়ে আসা যায় তার জন্য যুব কংগ্রেস কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। আয়োজিত বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সম্পাদক ঈশান আহমেদ খান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

একটি দোকান

● প্রথম পাতার পর

নেতা দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, শব্দ কুমার জমাতিয়া ও সুশান্ত চক্রবর্তী ঐ এলাকায় যান। অগ্নিকান্ড ও লুপ্তরাজ্যের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিজয় ঘোষ ও তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমাবেদনা জ্ঞাপন করেন। অগ্নিকান্ডের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং পুলিশ প্রশাসনের নিকট দাবি জানান অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের জন্য। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি এবং বিজয় ঘোষের আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয় এদিন।

আটক এক

● প্রথম পাতার পর

গভীর রাতে প্রীতম বিশ্বাসের বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি অভিযান চালায়। এই তল্লাশি অভিযানে ৮৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। একই সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রীতম বিশ্বাসকে। মঙ্গলবার পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে ধৃত প্রীতম বিশ্বাসকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

জনজাতিদের জন্য একমাত্র বিজেপি সরকারই কাজ করছে। তাই জনজাতিরা বিজেপির সাথে রয়েছে বলে এদিন আশা প্রকাশ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আর্জি পিতার

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকরা। চিকিৎসকের কথা শুনে, মা বাবার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সেখানে কয়েকদিন যাবত প্রাথমিক চিকিৎসা চলে পরে টাকার অভাবে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায় তার, অপ্রিতাকে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। বর্তমানে অপ্রিতার দিনমজুর বাবা নরেন্দ্র নাথ অপ্রিতাকে নিয়ে বাড়িতেই রয়েছেন। তবে তিনি সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে দুঃখের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে মেয়ের জীবন রক্ষার স্বার্থে রাজ্যবাসী ও রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে মানবিক আবেদন করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ব্যাংক একাউন্ট- এর বিবরন দেওয়া হয়েছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক সমাজসেবীরা, ৯৮৬২৪৪৬৯৪১ এই নম্বরে টেলিফোন করে আর্থিক সাহায্য করলে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী অপ্রিতা নতুন জীবন ফিরে পাবে। অ্যাকাউন্ট নম্বরটি হলো- ১৩০০০১০২৭১৫৯২ IFSC CODE--PUNB0130020

কাজ করছে সরকার

● প্রথম পাতার পর

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস অউর সবকা প্রয়াস' এই লক্ষ্য নিয়ে বিজেপি সবার জন্য কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি। আগামীতেও রাজ্যবাসীর সার্বিক কল্যাণ এবং রাজ্যের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে আমাদের কাজ করতে হবে।' তাই আজকের সভায় উপস্থিত গণদেবতাদের কাছে বক্সনগর সহ সারা রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আসন্ন উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন-কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন,আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট রাজ্যের অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে ভোট। বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী তফাজ্জল হোসেনের জয় বক্সনগর সহ গোটা রাজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিপথকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে দাবি করেন তিনি। বক্সনগর কেন্দ্রের এই উপনির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয় রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন-কে বিপুল ভোটে জয়ী করে বক্সনগরবাসীর সেবা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আরেকটি জনাদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করার জন্য তিনি বক্সনগরের গণদেবতাদের কাছে আবেদন জানান।তিনি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন ' আমাদের বিরোধীরা বলেন, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের যেকোনো নির্বাচনে নাকি জাতীবাদ চলে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবারের ভোটে বক্সনগরের মানুষ প্রমাণ করে দেবেন এখানে জাতিবাদ নয়, এখানে শুধুই বিকাশবাদ চলে। দশকের পর দশক ধরে রাজনীতিকে কর্তৃত্ব করেছে পরিবারতন্ত্র, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদি। কিন্তু আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ও দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি-র কারণে আজ রাজনীতি হল উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, যুব, মহিলা ও কৃষকদের ক্ষমতায়ন। তাই আমার বিশ্বাস, সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে কেন্দ্র ও আমাদের রাজ্য সরকার যে রকমারি সামাজিক প্রকল্প চালাচ্ছে, তারই ফল বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের দিন ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হবে।'

আজকের এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া সহ অন্যান্যরা।

থাকতে পারে না

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মঙ্গলবার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথের হয়ে বাঁশপুকুর মধ্যে পাড়ায় এক উঠান সভায় মিলিত হন তিনি। সমালোচনা করেন বিগত সরকারের। কমিউনিস্ট ও সি.পি.এম দলের সমালোচনা করতে গিয়ে ভাষণের এক জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কম্যুনিস্টরা হলো লেলিন স্ট্যালিনের বংশধর। তারা ধ্বংসাত্বক রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। স্ট্যালিন হিটলারের চাইতেও ভয়ঙ্কর ছিলেন। হিটলার গ্যাস চেম্বারে যত মানুষকে মেরেছেন তার চাইতেও বেশি মানুষকে মেরেছেন স্ট্যালিন। কাজেই তারা হিংসা ছাড়া থাকতে পারে না। ....

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বর্তমান রাজ্য সরকার মানুষের সমস্যা সমাধানে সর্বদা সচেষ্ট। আর আগের সরকার মানুষের সমস্যা জিইয়ে রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকতো। রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আর কিছুদিন পর সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনোমিক হাব হলে রাজ্যের চেহারা পাল্টে যাবে।শিল্পপতিরা আসবে রাজ্যে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হবে ত্রিপুরা। বাংলাদেশের সঙ্গে ট্রেন লাইন লাগু লাগু অবস্থা। এতে দূরত্ব কমবে কলকাতার। তাই মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের পক্ষে উপ-নির্বাচনে ধানপুরের বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথকে ভোট প্রদান করার জন্য ভোটারদের প্রতি আবেদন রাখেন ...

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রী সুধাংশু দাস ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেছেন এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথ উপ-নির্বাচনে যে বিজয়ী হচ্ছেন তা নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীরা তারপর প্রতিদিন এই কেন্দ্রে আসছেন শুধু শাসকের ভোট বাড়াতে ও বিরোধী প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করতে।

মুখ্যমন্ত্রী এই উঠান সভায় যোগ দেওয়ার আগে ধানপুরের মাছিমা এলাকায় বিন্দু দেবনাথের হয়ে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেন। উঠানসভায় অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মিমি মজুমদার , বিজেপি নেতা জসিম উদ্দিন , পিন্টু আইচ প্রমুখ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

আবার শনিবার ও সোমবার এদের তিনজনই অনুপস্থিত থাকার কারণে দুদিন ধরে হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ফলে মানুষ দুদিন ধরে হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে কোনরূপ চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেননা।এম ও আই সি ডাঃ রাহুল পাল জানান, চেবরী হাসপাতালের প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের সংকটের বিষয়টি জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্থাৎ সি এম ও ডাঃ নির্মল সরকারের নজরেও নেওয়া হয়েছে।বেশ কয়েকবার জানানো হলেও সি এম ও এখন পর্যন্ত্য শুধু দেখছি , দেখবো বা কি করা যায় দেখি ইত্যাদি দায়সারা গোছের উত্তর দিয়েই তার দায়িত্ব খালাশ করার চেষ্টা করে চলেছেন।এছাড়া তার দিক থেকে অন্য কোন তৎপরতা বা সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা বলে অভিযোগ। জানা গেছে যে, চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বিশাল এলাকা নিয়েই রয়েছে।উত্তরে উত্তর চেবরী , সোনাতলা, দক্ষিণে পূর্ব রামচন্দ্রঘাট , লক্ষীনারায়নপুর, পূর্বে পূর্ব চেবরী ও পশ্চিমে রয়েছে উত্তর রামচন্দ্রঘাট পঞ্চায়েত। এই সবকটি পঞ্চায়েতের মানুষ চেবরী হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল।আর এছাড়া পশ্চিম চেবরী পঞ্চায়েত তো রয়েছেই। এছাড়াও শান্তিনগর পঞ্চায়েতের লোকজনেরাও আসেন এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে।লোকসংখ্যা কমকরেও চল্লিশ- পয়তাল্লিশ হাজার।তাই চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির গুরুত্ব সর্বাধিক।ফলে বর্তমানে চিকিৎসকের অভাবে ভোগান্তির শিকার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সর্বস্তরের মানুষজন। আর এদিকে আয়ুর্বেদিক দেবল দাস, হোমিওপ্যাথি অনিন্দিতা সাহা ও দন্ত বিভাগে সুস্নাত সূত্রধর ধরাকে সরাজ্ঞান করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। মর্জিমতো চলছেন তারা বলে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

চেবরী হাসপাতালের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নে হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট দূরীকরণে কার্যকরী ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীরা স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।এলাকাবাসীর বক্তব্য, মূখ্যমন্ত্রী যেহেতু নিজেও একজন চিকিৎসক, তাই নিজের অতীতদিনের অর্জিত পেশাগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মূখ্যমন্ত্রী চেবরী হাসপাতালের প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নিয়োগে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন বলে আশা এলাকাবাসীর।

আন্তর্জাতিক নারি পাচার চক্রে ধৃত মহিলাসহ ৩, উদ্ধার বাংলাদেশী নাবালিকা

দুর্গাপুর, ২৯ আগস্ট (হি. স.) কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে আন্তর্জাতিক নারি পাচারচক্র। যৌনপল্লী থেকে উদ্ধার হলো এক বাংলাদেশী নাবালিকা। ঘটনায় সোমবার রাত্রে দুর্গাপুর ও পানাগড়ে পাচারচক্রের এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যার মধ্যে ঘটনার মুলচক্রি এক মহিলাসহ দুজনকে পানাগড় বায়ুসেনা জওয়ানের ভাড়া বাড়ী থেকে গ্রেফতার হয়। আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে নারি পাচারের আড়ালে কি হানিট্র্যাপের মতই নতুন কোন ফাঁদ পাতা হয়েছিল? ঘটনার তদন্তে নেমেছে কমিশনারেট পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম পাপ্পু রজক দুর্গাপুর ভিড়িঙ্গির বাসিন্দা। এছাড়াও, সাইনুর বিবি ও সেখ মুস্তাক আহমেদকে পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটি লাগোয়া ডাঙাপাড়ায় এক জওয়ানের ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। ঘটনায় জানা গেছে, আটক ওই নাবালিকা বাংলাদেশের বাসিন্দা। বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। বেকারিতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সোমবার দুর্গাপুরের কাদারোড যৌনপল্লীতে এক নাবালিকাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় দুর্বার সংগঠনের প্রতিনিধিদের। সন্দেহবশতঃ ওই নাবালিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুর্বারেরে প্রতিনিধিরা। কথায় অসঙ্গতির সঙ্গে কোনও পরিচয়পত্র না থাকায় মেয়েটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারপরই থানায় নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান কোনও নারী পাচার চক্রের খপ্পরে পড়েছিল ওই নাবালিকা। চাকরি দেওয়ার নাম করে তাকে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশ থেকে। চক্রের লোকেরা নাবালিকাকে কাদারোড যৌনপল্লীতে নিয়ে আসে। আর তাতেই নারি পাচার চক্রের হদিশ উঠে আসে।

দুর্বার সংগঠনের দুর্গাপুর শাখার সম্পাদিকা বলেন ' নাবালিকাকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। বাংলাদেশ থেকে কোনও দালালের পাল্লায় পড়ে এইদেশে চলে এসেছে। পুলিশকে বলেছি এইসব দালালদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে।' আটক হওয়া ওই নাবালিকাকে জেরা করে পুলিশ পাপ্পু রজক, সাইনুর বিবি ও সেখ মুস্তাক আহমেদের হদিশ পায় পুলিশ। সাইনুর ও মুস্তাক স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে দুজন পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটি লাগোয়া ডাঙাপাড়ায় উমেশ মিশ্র নামে এক বায়ুসেনা জওয়ানের বাড়ীতে ভাড়া নিয়ে থাকত। এদিন উমেশবাবুর স্ত্রী প্রতিমা মিশ্র বলেন,' মাস দুয়েক আগে দুজনে ভাড়ায় এসেছে। কোথায় কাজ করে জানি না।' যদিও প্রতিমাদেবী তাদের আধারকার্ডের ছবি তুলে রেখেছিলেন। ওই আধারকার্ড অনুযায়ী সাইনুর ও মুস্তাকের বাড়ীর ঠিকানা রয়েছে উড়িষ্যা। তবে ওই আধারকার্ডের সত্যতাও তদন্ত সাপেক্ষ।ডাঙাপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,' ভাড়ায় থাকা ওই পরিবারটির আচরন খুব রূঢ়। লাল রঙ্গের একটি গাড়ীতে আসা যাওয়া করত। নিত্য নতুন মহিলা ও পুরুষ আসা যাওয়া করত। সেনা জওয়ানের বাড়ীতে ভাড়া থাকায় সন্দেহ হলেও সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় হত।' বাসিন্দারা এদিন বলেন,' রাত্রে প্রচুর পুলিশ এসে তাদের গ্রেফতার করায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। দেশের সামরিক বিভাগের ছাউনি লাগোয়া এক জওয়ানের বাড়ী থেকে নারি পাচার চক্র চলত। এটা যেমন ভাবাচ্ছে। তেমনই আরও প্রশ্ন জাগছে, সেনাছাউনির তথ্য সংগ্রহের জন্য কি জওয়ানের বাড়ীতে ঘাঁটি করেছিল?' প্রশ্ন, গয়েন্দা ও সাধারন মানুষের সন্দেহ ঠেকাতে কি সেনা জওয়ানের বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। যা দেশের গায়েন্দা বিভাগ থেকে কাকপক্ষীও টের করতে পারেনি। সাম্প্রতি অ্যাপের আড়ালে পাতা ''হানিট্র্যাপের'' ফাঁদের তথ্য উঠে এসেছে গয়েন্দাদের হাতে। আর তাতেই বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, চিন ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিভিন্নভাবে সেনা জওয়ানদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। পাচার হয়ে যাচ্ছে সেনার গোপন তথ্য। হানিট্র্যাপ তৈরি করছে শত্রুদেশগুলি। আর তাতে পা দিয়েই বিপাকে পড়ছেন জওয়ানরা। মোদ্দাকথা, শক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে এবার নেটদুনিয়ায় ভারতকে বিপাকে ফেলার ছক কষছে। যদিও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ইতিমধ্যে একধাক্কায় ৮৯টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে ভারতীয় সেনা। প্রশ্ন, তাহলে কি হানিট্র্যাপের মতই নতুন কোন ফাঁদ পাততে ওই সামরিক জওয়ানের বাড়ীতে ভাড়া নিয়েছিল সাইনুর বিবি ও সেখ মুস্তাক? সেখান থেকে জওয়ানদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করত? যদিও সেসব তদন্ত সাপেক্ষ। এদিন ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিন বিচারক। আসানসোল-দুর্গাপুরকমিশনারেটের এসিপি (দুর্গাপুর) তথাগত পান্ডে বলেন,'ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

বকো পুলিশের হাতে ধৃত তিন এটিএম ডাকাত, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

কামরূপ (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত বকো পুলিশের অভিযানে ধরা পড়েছে তিন কুখ্যাত এটিএম ডাকাত। তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ি।

বকো থানার অফিসার ইনচার্জ ফণীন্দ্রচন্দ্র নাথ জানান, তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের দল এএস ১২ বিসি ৬৩০৯ নম্বরের একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও সহ তিন এটিএম ডাকাতকে পাকড়াও করেছে। তারা বকো থানার অন্তর্গত ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে ধূপগুড়ি গ্রামে একটি পেট্রোল ডিপো থেকে তেল ভরাচ্ছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে ওই পেট্রোল ডিপোয় অভিযান চালিয়ে তাদের ধরা হয়েছে।গ্রেপ্তারকৃতদের বিশাখাপত্তনমের বন্ডি শংকর (বর্তমানে গুয়াহাটির মালিগাঁও এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকে), গোয়ালপাড়া জেলার ধুপধারার রংবুল দাস এবং আজরার নেকিবুর রহমান। জিজ্ঞাসাবাদে ধতরা স্বীকার করেছে, এই এলাকায় তারা এটিএম ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল। তিনি জানান, বন্ডি শংকর নাকি বলেছে, সে এই স্করপিওর চালক। গাড়িটি ভারতীয় রেলওয়ে বিভাগের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে রেলওয়ে বা অন্য কোনও বিভাগ থেকে কেউ গাড়ির খোঁজে থানায় আসেননি, যোগ করেন ওসি ফণীন্দ্র নাথ।

ওসি ফণীন্দ্র নাথ বলেন, 'আমি একটি সূত্র থেকে এই ডাকাতদের সম্পর্কে তথ্য পেয়ে অভিযান চালিয়েছিলাম। আমরা যখন তাদের গাড়ি তালাশি করি তখন বিভিন্ন সন্দেহজনক জিনিস পেয়েছি, যা ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন গ্যাস কাটার, ওয়েল্ডিং মেশিন, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ফেস কভার মাস্ক, কালার স্প্রে এবং মোবাইল ফোনের হ্যান্ড সেট।'

তাদের বিরুদ্ধে ৩৯৬/২৩ নম্বরে আইপিসির ৩৯৯ নম্বর ধারায় বকো থানায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে, জানান তিনি। ওসি জানান, এই মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে বকো থানার সাব-ইন্সপেক্টর অপূর্ব কলিতাকে।

নদিয়ায় গয়নার শোরুমে ডাকাতি চলল গুলি, ধৃত ৪

নদিয়া, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : মঙ্গলবার দুপুরে নদিয়ার রানাঘাটে একটি নামী সংস্থার শোরুমে ডাকাতি হয়। সেখানে গুলি চলে। দিনেদুপুরে এমন ডাকাতির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। রানাঘাটের সোনার দোকানে ভরদুপুরে গুলি চালিয়ে লুঠ করা হয় বলে প্রাথমিক ভাবে উঠে এসেছে। সেখানে সেনকো গোল্ডের শোরুম থেকে ৯০ শতাংশ গয়নাই লুঠ করা হয়। রানাঘাটের শোরুমের ম্যানেজার জানান, ঘটনার সময় লাগোয়া রুমে তিনি দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারছিলেন। হঠাৎই একটি আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে আসেন।

তিনি জানান, দেখা যায়, বিপণির ক্যাশ কাউন্টারের সামনে অনেকের জটলা। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে দাবি ম্যানেজারের। বিপণির কর্মীদের দু-তিন জন অন্য দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁদের জোর করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে বাধ্য করা হয়। সঙ্গে দুষ্কৃতীরা হুমকি দেয়, কেউ যেন কোনও ফোন ব্যবহার না করেন। সমস্ত ফোন যেন দুষ্কৃতীদের কাছে জমা রাখা হয়, এমনই জানালেন ম্যানেজার। লুঠপাঠের মধ্যেই বিপণির ভিতর ও পরে বাইরে মিলিয়ে ৮-১০ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ রয়েছে এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তবে ১০ মিনিটের মধ্যে খবর যায় পুলিশে।পালানোর সময় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই বাধে দুষ্কৃতীদের। তাতে গুলিবিদ্ধ হয় ১ জন। জখম হয় আরও ১। ধাওয়া করে শেষমেশ ৪ জনকে ধরেছে পুলিশ। লুঠের গয়না বেশ কিছুটা উদ্ধারও হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একদিনে রাজ্যের দুই জেলায় সেনকো গোল্ডের দুই শোরুমে ডাকাতির ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে।

ভোটাভুটিতে এসে 'চোর-চোর' স্লোগান শিশির অধিকারীকে

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ আগস্ট (হি স)। এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির ভোটাভুটিতে যোগ দিতে এসে 'চোর-চোর' স্লোগান শুনতে হল কাঁথির তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারীকে। সেই স্লোগান দিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা।এ সব শুনে শিশিরবাবু বলেন, এর ফল ভোগ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি জানান, তাঁর পরিবারের সদস্যরা চোর বা ডাকাত নন। তা সত্ত্বেও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যা হচ্ছে, তার ফল মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারকে ভুগতে হবে।সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবার সমর্থনে তাঁর পাশে দাঁড়ান বিজেপি সমর্থকেরা। 'চোর চোর'-এর পাল্টা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তোলেন তাঁরা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, পুলিশকর্মীরা এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেন।শুভেন্দুবাবু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকেই শিশিরবাবুর সঙ্গেও দলের দূরত্ব বেড়েছে। বর্তমানে তৃণমূলের কোনও সভায় তাঁকে অংশ নিতে দেখা যায় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও শিশির সক্রিয় ছিলেন না।শিশিরবাবুর অনুযোগ, "আমার পরিবারকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। ভূরি ভূরি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ প্রায় ২ বছর ধরে কাঁথি লোকসভা এলাকার পাশাপাশি গোটা পূর্ব মেদিনীপুরে উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ। কেলেঘাই নদী সংস্কারের কাজও এগোয়নি। রাস্তাঘাট উন্নয়ন সব স্তব্ধ।"তৃণমূলের অভিযোগ, দলে থেকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শুভেন্দুবাবু বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। শিশিরবাবু তৃণমূলের সাংসদ হলেও আদতে বিজেপিকে সমর্থন করছেন বলেও কাঁথির তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি। আর সেই কারণেই মঙ্গলবার তিনি এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে অংশগ্রহণ করতে এলে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের রোষের মুখে পড়েন।শিশিরবাবুকে দীর্ঘ দিন বাদে জনসমক্ষে দেখতে পেয়েই তৃণমূল কর্মীরা রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'চোর চোর' স্লোগান তুলে তাঁকে কটাক্ষ করতে দেখা যায় তৃণমূলের কর্মীদের।এই প্রসঙ্গে শিশিরবাবু প্রচারমাধ্যমে বলেন, "শুভেন্দুবাবু দল ছাড়ার পর থেকেই আমার পরিবার টার্গেট হয়ে গেছে। আমার পরিবারের কেউ চোর বা ডাকাত নয়। আমরা মানুষের পাশে থেকেই রাজনীতি করি।"

নবান্নে পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে সর্বদল বৈঠক সর্বদল বৈঠকে বয়কট বিরোধীদের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ দিবস কবে? মঙ্গলবার বিকালে নবান্নের সভাঘরে তাই নিয়ে সর্বদল আলোচনা সভা ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস এই বৈঠক বয়কট করে।

২০ জুনকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পশ্চিমবঙ্গ দিবস ঘোষণার প্রতিবাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই তারিখ প্রত্যাখান করে, আলাদা একটি তারিখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের প্রস্তাব রেখেছেন তিনি। এর জন্য রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক, ইতিহাসবিদদের পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শুরু থেকে কখনই পশ্চিমবঙ্গে এমন প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল না। কিন্তু আমরা যদি এখন একটি দিন বেছে না নিই, তাহলে ২০ জুন, দুঃখের দিনই বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হয়ে যাবে।তিনি বলেন, আমরা মোটামুটি সব দলকেই জানিয়েছিলাম। যারা বাংলায় আছে। এটা বিধানসভার আলোচনা নয়। বিধানসভায় আলোচনা করার আগে আপনারা যাঁরা বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তাঁদের মতামত নিতে চাইছি। আমি নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে, আমাকে সবার তা পছন্দ না-ও হতে পারে। গণতন্ত্রে এটা তো স্বাভাবিক। বিজেপি আমাকে চিঠি দেবে এটা প্রত্যাশিত। আমি তো ইণ্ডিয়া জোটে আছি। ওদের সব বৈঠকে যাই। কিন্তু সিপিএম-সিপিআই বলছে, হঠাৎ এত কী প্রয়োজন পড়ল এই মিটিং ডাকার?মুখ্যমন্ত্রী ব্যাখা করে বলেন, ''বিজেপি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ঠিক করেছে, ২০ জুন নাকি বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস। এমন পরিস্থিতিতে অতি উৎসাহ কেন? কারণ সময়ে প্রতিবাদ না করলে বেআইনি জিনিসটাই আইনি হয়ে যায়।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ২০ জুন যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস, তা আমরা জীবনে কখনও শুনিনি। এক তরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আমরা সেটা গ্রহণ করব না। রাজ্যের একটি ইতিহাস আছে। এরপর আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নামকরণ, ও তার প্রতিষ্ঠা দিবসের ব্যাখা করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুযায়ী বিহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের জন্মের ব্যাখা করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের এইভাবে কোনও প্রতিষ্ঠা দিবসের উল্লেখ ছিল না, জানান তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

EDUCATIONAL NOTIFICATION

As per NEET-UG Schedule-2023, academic session will be commenced for UG Courses from 1st September, 2023. Therefore it for information of all concerned that academic session for BDS course in Agartala Government Dental College & IGM Hospital will commence w.e.f. 1st September, 2023 in accordance with the aforesaid schedule. The candidates, who have taken admission in AGDC & IGM Hospital, are hereby directed to report to college authority accordingly.

(Dr. H.P. Sarma)
Director of Medical Education
overnment of Tripura

ICA/D-875/23

NOTICE FOR UNTRACEABLE PMAY-G BENEFICIARIES UNDER AMBASSA R. D. BLOCK TO APPEAR BEFORE THE UNDERSIGNED TO CLAIM WITH DOCUMENTARY PROOF WITHIN 7 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE

Sl No	Name of Gram Panchayet	Name of Beneficiary	Category	Beneficiary ID
1	RAIPASSA VC	Bina Rani Debbarma, W/O-Ramendra Debbarma	ST	TR123217772
2		Tarumala Debbarma Marak, W/O-Jiten Marak	ST	TR119687167
3		Prabharani Debbarma, W/O-Sambhuram Debbarma	ST	TR138299894

Block Development Officer
Ambassa R. D. Block
Dhalai Tripura

ICA/D-873/23

NOTIFICATION

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct practical and oral test for the candidates who have passed written examination for Supervising Workman/ Operative Electrical Workman examination to be conducted by TELB on September, 2023 as per following schedule:-

Sl No.	Date of Examination	Part/Class	Time	Venue
1	21/09/2023	Supervisor Part-I	10 AM to 12.00 PM	ITI Indranagar, Agartala West Tripura
		Supervisor Part-II	2.00 PM to 4.00PM	
2	22/09/2023	Supervisor Part- X & Workman Class	10 AM to 12.00 PM	

The eligible candidates aré requested to apply in Form A with one copy of passport size recent photograph and fees as admissible to the Electrical Inspector for admit card on or before 15th September, 2023 and collect the admit card w.e.f. 16/09/2023 to 20/09/2023. The candidates who has passed written exam in previous years and eligible to reappear for the practical and oral test this year can also apply for the same.
Results of interview & written examination conducted in the month of June & July, 2023 respectively for awarding the certificate for "Competency to Supervising Workman" and "Qperative Electrical Workman" for the year 2023 is published and the result can be seen in the office of the undersigned on all working days.

(Buddha Jamatia)
Electrical Inspector
(Ex-Officio Secretary, TELB)
Agartala, Tripura (W).

ICA/D-871/23

RE-SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (RE-SNIQ)

Sealed Quotations are invited for CMAC of Water cooler cum Purifier. The Quotation form will be available from the Office of the undersigned up to 02th Sepetember, 2023 (11:00 am to 3:00 pm).

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala

ICA/C-2044/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XIV/EE/RD/STB/2023-24, Dated-22/08/2023

On behalf of the:Gavernor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 11/09/2023 for 03 (Three) Nos Construction work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9862350760 Any subsequent corrigendum will be available in the website only

Executivtngnéer .
RD Santirbazar DiVIIsion
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-2042/23

PNIe-T No- 12/EE/KCP/2023-2024. Dated, the,24.08.2023

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invite tender from the ehigible bidders up to 15:00 hours on 15" September -2023 for the work under PNIeT No-12/EE/KCP/2023-24, Dated, 24.08.2023 and circulated vide Memo No F.8(11)/ EE/KCP/2023- 2024/1907-74. Dated 24.08.2023. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No-8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA/C-2040/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-34/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, dt.24.08.2023.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 01/09/2023 for 01(One) No. Annual Maintenance work. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-2037/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24, Dated:-24-08-2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College ion, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 08-09-2023 for the following works:-
1. DNIT NO:- 35/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
2. DNIT NO:- 36/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
3. DNIT NO:- 37/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

ICA/C-2034/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 11/EE/DWS/BLN/2023-24

Sl No	Name of the work and DNIT No	Estimated cost	Last date of receiving of application	Last date of issue of Tender Form	Last date of Dropping of Tender
01.	Hiring of Maruti Van (Omni/ Ecco/ Wagon R/ Celerio X) model not earlier than 2018 for DWS Sub-Division, Jolaibari. 49/EE/DWS/BLN/2023-24	₹3,14,640/-	Upto 4.00PM on 28.03.2023	Upto 4.00PM on 30.03.2023	Upto 3.00PM on 03.04.2023

All other necessary information can be seen in the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia during office hour.

Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura

ICA/C-2031/23

"Conserve Water and Save Life"

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।।ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ড ও ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনের পরিচালনায় এক সপ্তাহ ব্যাপী বাস্কেটবল , ব্যাডমিন্টন ও ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হল জাতীয় ক্রীড়া দিবস। একুশে আগস্ট থেকে শুরু হয়ে আগামী ৩০শে আগস্ট এর সমাপ্তি হবে।গত ২১ ও ২২ শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা। ২৪ ও ২৫ শে আগস্ট হয় ব্যাডমিন্টন। গতকাল থেকে শুরু হয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন। তিনি তার বক্তব্য জাতীয় ক্রীড়া দিবস ও মেজর ধ্যান চাঁদের জীবনের উপর আলোকপাত করেন। এছাড়াও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন সুস্থ থাকতে গেলে মাঠে আসতেই হবে, পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা যেন শরীরচর্চার উপরে মনোনিবেশ করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিভাগীয় প্রধান ড: প্রশান্ত কুমার দাস ও ড: সুদীপ দাস। এছাড়াও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড: সঞ্জীব ভৌমিক, ড: পবন কুমার সিং , বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষক মধুমানিক লোধ ও ড: সৌভিক ভট্টাচার্য। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেকেই মেজর ধ্যান চাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে বিলোনিয়ায় তিনজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব পুরস্কৃত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিলোনিয়ায় বি.কে.আই শতবার্ষিকী ভবনেও অনুষ্ঠিত হয়েছে এক অন্যতম বিশেষ অনুষ্ঠান। ২০২২-২৩ কে ভিত্তি বর্ষ ধরে সেরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সেরা ক্রীড়াবিদ-এর পুরস্কার পেয়েছে জুডোকা প্রিয়া বিশ্বাস। জোলাইবাড়ির প্রিয়া ভূপালে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল গেমসে অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগে রৌপ্য পদক জিতে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছিল। বেস্ট স্পোর্টস টিচারের পুরস্কার পেয়েছেন জয়দেব মজুমদার। সেরা ক্রীড়া সংগঠকের পুরস্কার পেয়েছেন বাবুল চন্দ্র দেব। বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ পুরস্কার বিজয়ী তিনজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

শান্তিরবাজার ফুটবলের ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।।ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমা। ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে। বুধবার মহারণে মুখোমুখি হবে পতিছড়া ও পি এফ সি এবং কন্টাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। ডি বি সি স্মৃতি নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। শান্তিরবাজার যুব মোর্চার সহযোগিতায়। আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। ফাইনাল ম্যাচে মাটে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, এস ডি এম অভাদানন্দ বৈদ্য প্রমুখ। ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে দুই শিবিরেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে। দুদলই মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে কন্টাক্টর অ্যাসোসিয়েশন বলে মনে করছেন মহকুমার ফুটবল প্রেমীরা। উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি দেবাশিষ ভৌমিক ফাইনাল ম্যাচ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

জয় দিয়ে লীগ সূচনা এগিয়ে চলো-র জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন অধরা ত্রিবেণীর

এগিয়ে চলো সংঘ: ৩ ত্রিবেণী সংঘ: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে একটা স্বপ্ন ছিল। কিন্তু স্বপ্নটা অধরা রয়ে গেল ত্রিবেণীর। প্রথমত ঐতিহ্যবাহী রাখাল শীল্ড (পড়ুন ট্রফি) জয়ী এগিয়ে চলো সংঘ কে হারানো, দ্বিতীয়ত টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে হ্যাটট্রিক এর আনন্দ। মাঠে কার্যত স্বপ্নগুলো অধরা রয়ে গেল ত্রিবেণী সংঘের। প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পাওয়া শহর দক্ষিণের একমাত্র ক্লাব বলে কথা। তবে স্বপ্ন অধরা হলেও আগামী ম্যাচে অবশ্যই ভালো খেলে জয়ের মানসিকতা রয়েছে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মধ্যেই। পক্ষান্তরে, মালসামের জোড়া গোলে দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে রাখাল শীল্ড টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয়ী এগিয়ে চলো সংঘ। খেলোয়ারদের শারীরিক ভাষা দেখে এই জয় প্রত্যাশিত বলে মনে হলেও কার্যত মাঝ মাঠে আরও একটু পরিকাঠামোগত উন্নতি প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের সপ্তম ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার ৩-০ গোলের ব্যবধানে ত্রিবেনী সংঘ কে পরাজিত করে দারুন শুরু করেছে এগিয়ে চলো। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ২৭ মিনিটের মাথায় মালসাম দোয়াঙ্গার প্রথম গোল এবং দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতেই মালসামের দ্বিতীয় গোল। দল ২-০তে এগিয়ে থেকে কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলার উদ্যোগ নেয়।

তবে খেলার ৮২ মিনিটের মাথায় এম জয়ানন্দ সিং এর একটি গোল দলকে ৩-০ তে এগিয়ে দেয়। ত্রিবেণী সংঘের খেলোয়াররা একাধিকবার আক্রমণ রচনা করলেও কার্যত তিন কাঠিতে বল জড়ানোর কাজটি কেউ করে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তিন গোলে জয়ী হয়ে এগিয়ে চলো সংঘ পুরো তিন পয়েন্ট অর্জন করে নেয়।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে বিজয়ী এগিয়ে চলো সংঘের নাইসা জমাতিয়া খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, বিশ্বজিৎ দাস, আদিত্য দেববর্মা ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও বীরেন্দ্র ক্লাব, বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

টানা জয় পেতে মরিয়া লালবাহাদুর বীরেন্দ্র ক্লাবও চাইছে ১ম জয়ের সাধ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখতে আগামীকাল মাঠে নামছে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। প্রতিপক্ষ প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়া বীরেন্দ্র ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর বীরেন্দ্র ম্যাচের আগে দলের শক্তি বাড়িয়েছে সুজিত ঘোষের দল। আনা হয়েছে মাঝমাঠের ফুটবলার মঈণুদ্দিনকে। গুজরাট থেকে ওই ফুটবলারটি দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় শক্তি কয়েকগুন বেড়েছে বলে মনে করেন লাল হলুদ সমর্থকরা। দুদলই মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আগামীকাল ফেভারিট হিসাবে লালবাহাদু এগিয়ে থাকলেও কোচ সুজিত ঘোষ যতেষ্ট সতর্ক। ফুটবলারদের মধ্যে কোনও রকম আত্মতুষ্টি আনতে দিতে চাইছেন না। অন্য আর ৫ টি ম্যাচের মতোই বীরেন্দ্র ম্যাচকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাই সুজিত ঘোষের সহজ সরল স্বীকারোক্তি: 'আমার কাছে সবদলই শক্তিশালী। নিজেদের সেরাটা দিয়েই জয় পেতে চাইছি আমরা। স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে বীরেন্দ্র যথেষ্ট বেগ দেবে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে অনুশীলন করার ফলে দলীয় ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো। তবে আমাদের মাঝমাঠের ফুটবলাররা নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পারলে জয় পাবোই'। অপরদিকে লালবাহাদুরকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে আসরের প্রথম জয় পেতে বদ্ধপরিকর বীরেন্দ্র ক্লীবের ফুটবলাররাও। কোচ সুবোধ দেববর্মা বলেন,'সীমিত শক্তি নিয়ে আমার ছেলেরা ৯০ মিনিট লড়াই করবে। যা চাপে রাখবে বিপক্ষ দলকেই'।

ফটিকরায়ে অটল স্মৃতি ফুটবলে ভাই ভাই ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বিবিবি ভাই ভাই ফুটবল ক্লাব। হারিয়েছে ৫-২ গোলের ব্যবধানে। হারিয়েছে কাঞ্চনপুর বেস্ট একাদশকে।

খেলা কৈলাশহরের ফটিকরায়ে অটলবিহারী স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার প্রথম সারির ফুটবল টুর্নামেন্ট অটলবিহারী স্মৃতি ফুটবল আসর এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে।

গুরুত্বপূর্ণ খেলায় আজ বিবিবি ভাই ভাই ফুটবল ক্লাব ৫-২ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেছে। খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল পাঁচ-এক গোলে এগিয়ে ছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে দিলোয়ার খান দুটি, মুজিব আলী, রুবেল খান ও থারা ডার্লিং একটি করে গোল করেছে। বিজিত কাঞ্চনপুর বেস্ট একাদশের পক্ষে সি লাল জুয়ানা এবং এম্মাসা একটি করে গোল করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অসীম বৈদ্য , সুকান্ত দত্ত পল্লব চক্রবর্তী ও সুপ্রিয়া দাস।

অনূর্ধ ২৩ বাছাইকৃত ২২ জন মহিলা ক্রিকেটারকে ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাকা হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের ট্রায়াল ক্যাম্প চলছে। এদিকে, অনূর্ধ ২৩ উইমেন্স ক্রিকেটারদের থেকে বাছাইকৃত ২২ জনকে নিয়ে ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু হচ্ছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে।

ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো : অম্বেষা দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, তনুশ্রী সাহা, মমিতা দেব, নিকিতা সরকার, প্রিয়া সূত্রধর, অন্তরা দাস, মেঘা সরকার, প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া, শিল্পী দেবনাথ, পূজা দাস, সেবিকা দাস, দেবাদৃতা দেব, অনামিকা দাস, প্রিয়া ত্রিপুরা, পূজা পাল, রুমা দাস, নিবেদিতা দাস, টুম্পা দাস, হিরামনি গৌড়, দেবযানী দেব, জুয়েল ভাওয়াল। সাপোর্ট পার্সোনেল হলেন: চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ রুমা দাস, দেবব্রত চৌধুরী; স্ট্রেন্থ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ হর্ষিতা কৃষ্ণমূর্তি, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ। বাছাইকৃত সকলকে ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিসিএ-র সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিরে দেখা : এশিয়ান গেমসে ভারতের সাফল্য ১৯৫৮ : টোকিও এশিয়ান গেমস

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): জাপানের টোকিওতে ১৯৫৮ সালের ২৪ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় এশিয়ান গেমসে। এই গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা ৫টি সোনা সহ মোট ১৩টি পদক অর্জন করেছিলেন। ভারত পদক তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল। এই গেমসে মিলখা সিং ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা পেয়েছিলেন।

পদকের তালিকা: মল্লক্রীড়া(দৌড়):
সোনা :৫ রুপো:২ ব্রোঞ্জ:২ মোট: ৯মুষ্টিযুদ্ধ
সোনা:০ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:১ মোট:২
হকি :
সোনা:০ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:০ মোট:১
ভলিবল:
সোনা: ০ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:১ মোট:১
মোট: সোনা:৫ রুপো:৪ ব্রোঞ্জ:৪
মোট:১৩

এশিয়া কাপ ২০২৩ : পাকিস্তান দলের কোয়াড দেখে নেওয়া যাক

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে ৩০ আগস্ট থেকে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড আয়োজকের দায়িত্বে থাকছে। এশিয়া কাপকে সামনে রেখে কোন দল কেমন স্কোয়াড ঘোষণা করেছে তা দেখে নেওয়া যাক।

গ্রুপ এ:
পাকিস্তান:
বাবর আজম (অধিনায়ক), শাদাব খান, আবদুল্লাহ শফিক, ফাখার জামান, ইমাম-উল-হক, সালমান আলী আঘা, ইফতিখার আহমেদ, মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নাওয়াজ, উসামা মীর, ফাহিম আশরাফ, হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, নাসিম শাহ, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সৌদ শাকিল
রিজার্ভ: তাইয়াব তাহির।
আফগানিস্তানকে ওয়াইটওয়াশ করে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকে পাকিস্তান এশিয়া কাপে খেলতে যাচ্ছে। তাই সিরিজটা তাদেরকে মানসিকভাবে এগিয়ে রাখবে। দুর্ধর্ষ পেস আক্রমণ, ভারসাম্যপূর্ণ স্পিন আক্রমণ, সেই সাথে বিশ্বমানের টপ অর্ডার - পাকিস্তানের সম্ভাবনা হয়ত সবচেয়ে বেশি। অবশ্য তাদের মিডল অর্ডারের বরাবরের মতই পরীক্ষিত নয়। তাই ফাখার, ইমাম, বাবর ও রিজওয়ানের ওপর রান বের করার চাপটা থাকবে। মিডল অর্ডারের সমাধানের জন্যই হুট করেই তাহিরকে বাদ দিয়ে শাকিলকে দলে নিয়েছে পাকিস্তান। অবশ্য দলের সাথে রিজার্ভ হিসাবে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে ইমার্জিং এশিয়া কাপের ফাইনালে সেঞ্চুরি করা তাহির।

ওয়ার্কশপ অন উইমেন অব মহিলা থানা

মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ কমানোর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ হাস করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। মহিলা থানার সংখ্যা বাড়ালেই অপরাধ কমবে না। এজন্য চাই জনসচেতনতা। জনসচেতনতা তৈরিতে পুলিশ ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। আজ প্রাভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত একদিনের রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল মহিলা থানার কাজ, দক্ষতা ও কার্যপ্রণালী। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। মহিলারা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হলে অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে। এলক্ষ্যে গত ৫ বছরে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলকে ৬০০ কোটি টাকার উপর ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ হাস করতে মহিলা থানা ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে একসাথে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে আইজিপি গোপাল কৃষ্ণ রাও এ ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন করায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৯টি মহিলা থানা ছাড়াও ৮১টি পুলিশ স্টেশনে উইমেন হেল্প ডেস্ক রয়েছে। পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব তথা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন অমিতা বণিক, সদস্যাগণ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নির্দেশ দেব সহ টিএসআর, ক্রাইম বা', স্পেশাল বা', পুলিশ হেডকোয়ার্টারের জওয়ানগণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়োজিত হয় টেকনিক্যাল সেশন। টেকনিক্যাল সেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. অ'না ভ-াচার্য, ত্রিপুরা ফরেনসিক ল্যাবরেটোরির ড. এইচ পতিহারি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রিয়া মাধুরী মজমদার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নির্দেশ দেব এবং ত্রিপুরা সরকারি আইন কলেজের সহকারি অধ্যাপক স্বপন দেববর্মা। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

বাণিজ্য ভবনে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা হোলসেইল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় মহারাজগঞ্জ বাজারের বাণিজ্য ভবনে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হোলসেইল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পদাধিকারিরা। আয়োজিত এই দিনের শিবিরে স্থানীয় বহু মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে। শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে আসা রোগীদের এইদিন বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা হোলসেইল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের এক কার্যকর্তারা জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরা হোলসেইল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এইদিনের মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এইদিনের শিবির থেকে মহারাজগঞ্জ বাজারে ব্যবসায়ী থেকে শ্রমিক সকলে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করছে। তিনি আশা ব্যক্ত করেন এইদিনের শিবির থেকে ২০০ থেকে ২৫০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করবে।

মোদির জন্মদিন ঘিরে দিনভর কর্মসূচি রাজ্যে, শুরু হচ্ছে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ঘিরে রাজ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে কুমারঘাট পি.ডব্লিউ.ডি ময়দানে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এবং এ অনুষ্ঠানের নামাকরণ করা হয়েছে নমঃ বিকাশ উৎসব এবং ২০২৪ মোদিজি ওয়াল্স মোর। এই অনুষ্ঠান সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলবে। মঙ্গলবার বিধায়ক হোস্টেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান বিধায়ক ভগবান দাস। তিনি জানান এই অনুষ্ঠানে মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে কর্মসূচি, গীতা বিতরণ এবং বিশেষভাবে সক্ষম জনগনের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ করা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানান বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।

আর এস এস মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিলো সিপিআই (এম এল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর উপ নির্বাচনে ধনপুর এবং বক্সনগর দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধীদল সিপিআইএমের দুই প্রার্থী কৌশিক চন্দ এবং মিজান হোসেনকে সমর্থন করবে সিপিআই(এম এল)। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার। তিনি বলেন এই নির্বাচন ২০২৪ এর জন্য গোটা দেশকে এক জোরদার বার্তা দেবে এবং দেশবাসীকে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে আরএসএস মুক্ত ভারত গড়ার উৎসাহ দেবে। কারণ গত ১০ বছরে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে গোটা দেশে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সংবিধান আক্রান্ত, এবং জাত পাতের নাম করে গোটা দেশকে তারা ভাগবাটোয়ারা করতে চাইছে। যার পরিনামে মনিপুর, হরিয়ানা জ্বলছে। বিজেপি আগামী দিনে গোটা দেশকে জ্বালাবে বলে অভিযোগ করেন তিনি। গোটা দেশের মতো ত্রিপুরাতেও ইন্ডিয়া জোট আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে। এবং এর জন্য বিরোধীদের এক মঞ্চে এসে এই কঠিন লড়াই লড়তে হবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসার অভাবে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠল বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট।। সাড়ে চার বছরের শিশুকন্যার লাশ কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসছেন পিতা। হৃদয় বিদারক এই দৃশ্যে শোকাস্তব্ধ হয়ে উঠে বিলোনিয়ার নিহারনগর। পূর্বসূরীর পথে হেঁটে স্বাস্থ্যমন্ত্রক নিজের হাতেই রেখেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবার চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে আশাবাদী রাজ্যবাসী। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যে রাজ্যকে মেডিক্যাল হাবে পরিনত করার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকবার। তবে উন্নয়ন আর পরিষেবা যে শুধুমাত্র বক্তব্য নির্ভর নয় তার বাস্তব চিত্র আবারও উঠে এল রাজ্যের এক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে। চিকিৎসার অভাবে আরও এক শিশুমৃত্যুর অভিযোগ উঠল রাজ্যে। ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমাধীন নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে মৃত শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে। এই বিষয় নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন মৃত শিশু কন্যার পিতা সুমন দাস। জানা যায়, সুমন দাসের সাড়ে চার বছরের শিশু কন্যা জয়শ্রী দাস গত রবিবার হঠাৎ বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় জয়শ্রীকে। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ সঠিক পরিষেবা ছাড়া দুই দিন ধরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেখে দেওয়া হয় জয়শ্রীকে। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছানোর পূর্বেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষনা করে। চার বছরের শিশু কন্যার মৃত্যুর খবর শুনতেই পিতা মাতা সহ আত্মীয় স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অবুঝ এই শিশুটির মৃত্যু রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আবারও বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে গেল। শিশুটির অবস্থা গুরুতর হলে কেন আগেই রেফার করা হলনা উন্নত হাসপাতালে। কেন খামখেয়ালি করল নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা। যেখানে এই রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে মহকুমা হাসপাতালগুলি শুধুমাত্রই রেফার নির্ভর, সেখানে এই শিশুটির ক্ষেত্রে কেন খামখেয়ালি করা হল। প্রশ্নগুলো থাকবে, কিন্তু চার বছরের সেই শিশুকন্যাটি আর তার মায়ের কোলে ফিরে আসবে না। গোটা বিষয়টিকে নিয়ে স্বাস্য পরিষেবার দিকে আঙুল তুলছেন শিশুটির পরিবারের সদস্যরা।

করিমগঞ্জে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার চেরাই কাঠ

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জের এসিএফ দেবজ্যোতি নাথ দলবল নিয়ে দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের বাঁশখালটিলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ সিএফটি চেরাই বনজ কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন। বাজেয়াপ্তকৃত কাঠগুলির বাজারমূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি হবে। তবে বন বিভাগের অভিযানের খবর পেয়ে বাড়ির মালিক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে পাকড়াও করা যায়নি। বাজেয়াপ্তকৃত কাঠগুলো দোহালিয়া বন বিভাগ কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে এসিএফ দেবজ্যোতি নাথ জানান, পলাতক বাড়ি মালিকের নামে থানায় এজাহার দায়ের করা হবে। তিনি আরও জানান, পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন তিন রেঞ্জ যথাক্রমে পাথারকান্দি, দোহালিয়া ও লোয়াইরপোয়ার কোথাও বনদস্যুদের আস্ফালন বরদাস্ত করা হবে না।

হাফলঙে উদযাপিত জাতীয় ক্রীড়া দিবস

হাফলং (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে আজ ২৯ আগস্ট ডিমা হাসাও জেলায় জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হয়। কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডি সমাজকল্যাণ বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট হাব অব এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন দফতের উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যান বিভাগের সহযোগিতায় হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করা হয়।জাতীয় ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি প্রভাত পেগু বলেন, মেজর ধ্যানচাঁদ সিং ছিলেন কজন কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড়, দেশের এক উজ্জ্বল ক্রীড়া নক্ষত্র।

দাদাগিরির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট।। যখন তখন পার্টির মাতব্বর সেজে রং চরিয়ে যাকে তাঁকে আক্রমন করার দিন বোধ হয় ফুড়ুতে চললো ,সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ দু একটি ঘটনাই সেটাই প্রমান করে। যেমন ঋষ্যমুখ ব্লকের দক্ষিণ সোনাইছড়িতে গত দিনের সান্ধ্য কালীন ঘটনা সেটারই ইঙ্গিত করে , তবে শুনুন - মিঠুন মজুমদার বিজেপির সঘোষিত নেতা, প্রায় সময়ই হুস থাকে না এতই দেশী বিদেশী পানীয়তে ডুবে থাকেন, এঁদের মত কিছু ভুইফোর অতি বিজেপি সাজা লোকেদের কারণে দলটির ও বদনাম হচ্ছে, এঁদের বেছে বেছে যদি দল থেকে তারানো না হয় তাহলে দলের বদনাম হচ্ছে, গতরাতের এই ঘটনায় দল কিন্তু তার পাশে দাঁড়ায় নি, উল্টে এলাকার প্রধান উপ প্রধান সহ সবাই নির্যাতিত পরিবারের পাশে দাঁড়ায়, তাই আক্রমন করতে এসে মিঠুন মজুমদার জনতার মার খেয়ে একেবারে হাসপাতালের বিছানায়। মার খেয়ে আক্রমনকারী রাজনৈতিক রং চড়িয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করলে তাতেও জল ঢেলে দিল দক্ষিণ সোনাইছড়ির প্রধান, উপপ্রধান সহ এলাকার লোকজন,একসময় এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও উপপ্রধান সহ ৩১ নং বুথের প্রাক্তন বুথ সভাপতির তৎপরতায় পরিবেশ শান্ত হয়ে উঠে, যার ফলে এলাকার জনগণ সাধুবাদও জানান। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ বিলোনিয়া থানাধীন দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায়, আক্রমনকারীর নাম মিঠুন মজুমদার, বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই মিঠুন প্রধানমন্ত্রীর ভক্ত বলে দাবি করে নিজেকে বিজেপি দলের কার্যকর্তা হিসেবে জাহির করতে গিয়ে এলাকাতে ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে এমনই অভিযোগ রয়েছে,এমনও শোনা যায় মিঠুনের সন্ত্রাশের হাত থেকে নিজের জন্মদায়িনী মা, বাবাও রক্ষা পায় না।

এমন অভিযোগও শোনা যায় নেশায় বুদ হয়ে যখন তখন যাকে তাকে গালিগালাজ সহ এমনকি মারধরের ঘটনার অভিযোগ রয়েছে মিঠুনের বিরুদ্ধে। গতকালও নেশায় বুদ হয়ে মিঠুন এলাকারই সুমন দত্তের বাড়িতে গিয়ে উঠে আক্রমন করতে সেখানে গিয়ে শুরু করে চূড়ান্ত অসভ্যতা ও গালিগালাজ। ভেবেছিল বিজেপি যখন করি সবাই ভয়ে জুবু থুবু হয়ে থাকবে, কোনো প্রতিবাদ হবে না , কিন্তু মিঠুনের গালিগালাজ শুনতেই সুমন দত্তের পরিবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শুরু হয় বাক বিতন্ডা ,বাঁক বিতান্ডার ফাঁকেই সুমন প্রাক্তন বুথ সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধানকে খবর দেয় খবর পেয়ে উপপ্রধান ও প্রাক্তন বুথ সভাপতি ছুটে আসে, মিঠুনকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সুমনের বাড়ি থেকে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু নাছোরবান্দা মিঠুন দলে পাল্লা ভারী হয়েছে ভেবে সুমনের মায়ের উপর আক্রমন করে বসে এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সুমনের পরিবার, সাথে সাথে চলে মার সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে,মারের চোটে হাসপাতালের বেডে শুইয়ে আবোল তাবোল প্রলাপ বকছে মিঠুন যাক মার তো খেলো, মারের পাশাপাশি উপরন্তু বৃদ্ধা মহিলার উপর শারিরীক নির্যাতনের অভিযোগে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে মামলা ও হয় মিঠুনের বিরুদ্ধে।

নন্দীগ্রামে স্থায়ী সমিতির নির্বাচনে বিজেপির জয়

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : বিস্তর আলোচনা চলছিল নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলি গঠন নিয়ে। তবে, শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা এলাকায় মঙ্গলবার শেষ হাসি হাসল বিজেপিই।ফল নিয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে লড়তে গেলে 'দম' লাগে। কিন্তু শুভেন্দুর ভাই, তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী কাকে ভোট দিয়েছেন। এ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দিব্যেন্দুর মন্তব্যে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে।নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩০টি আসন। তার মধ্যে ১৫টি করে আসনে জয়ী হয় তৃণমূল ও বিজেপি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত, বিধায়ক ও সাংসদ মিলিয়ে বিজেপির হাতে ছিল ২৩টি ভোট। কিন্তু ভোটাভুটিতে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলি একচেটিয়া ভাবে দখল করেছে বিজেপি।এর আগে বোর্ড গঠনে লটারির মাধ্যমে সভাপতির পদটি ছিনিয়ে নিয়েছেন শুভেন্দুরা। সোমবার নন্দীগ্রামে সব ক'টি স্থায়ী সমিতিতেও বিজেপির জয় হল। এই ভোটের আগে শুভেন্দু বলেছিলেন, তিনি আশা করছেন সাংসদদের ভোট বিজেপির পক্ষেই যাবে।বস্তুত, তাঁর বাবা শিশির এবং ভাই দিব্যেন্দু খাতায়কলমে এখনও তৃণমূলের সাংসদ। তাঁরা কি বিজেপিতে ভোট দিলেন? এই নিয়ে জল্পনা চলছিল। এর মধ্যে শুভেন্দুবাবু জানিয়ে দেন, তাঁরাই সব ক'টি সমিতি দখলে রেখেছেন। দাবি করেন, 'তৃণমূলের লোকও' বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন।তা হলে দিব্যেন্দুবাবু কাকে ভোট দিয়েছেন? এই জল্পনা নিয়ে তমলুকের তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু জানান, ভোটদান তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার। কাকে ভোট দিয়েছেন তিনি বলবেন না। শুভেন্দুবাবুর দাবি প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু বলেন,"আমি সংবিধানের নিয়ম মেনেই ভোট দিতে এসেছিলাম। কাকে ভোট দিয়েছি, সবাই জানেন। কারা বোর্ড দখল করল তা প্রিসাইডিং অফিসার জানাবেন। তবে আমি উন্নয়নের কাজে অংশ নিতেই নিয়ম মেনে এসেছিলাম।''ভোটাভুটি চলাকালীন তৃণমূলের এক সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঘাসফুল শিবির ভোট বাতিলের দাবি জানায়। কিন্তু সেই দাবি মানতে রাজি হননি বিডিও। এর পরে স্থায়ী সমিতি গঠনের ভোটাভুটি বয়কট করে বেরিয়ে যান তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। তাঁরা নন্দীগ্রাম-১ বিডিও অফিসের বাইরে রাস্তায় বসে স্লোগান দিতে থাকেন।এমনকি, শিশিরবাবুর বিরুদ্ধে 'চোর-চোর' স্লোগানও শোনা যায়। তাতে পঞ্চায়েত স্থায়ী সমিতি গঠনে অবশ্য প্রভাব পড়েনি। দিব্যেন্দুবাবুর সংযোজন, "উন্নয়নের কাজে যাতে কোনও রাজনীতি না দেখা হয় সেটাই আশা করব।"

বালুরঘাট-হিলি রেললাইন সম্প্রসারণের ফলে গৃহহীন ২০টি পরিবার

বালুরঘাট, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : বালুরঘাট-হিলি রেললাইন সম্প্রসারণে জন্য গৃহহীন হতে চলেছে অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমইর চক আমোদ কলোনির গ্রামের প্রায় ২০টি পরিবার।

৪০ বছর আগে স্থানীয় বাম নেতৃত্ব জমির মালিকের কাছ থেকে জমি নিয়ে তাকে খাস জমি ঘোষণা করে। পরবর্তীতে বেশ কিছু নাগরিককে চক আমোদ কলোনির সরকারি জমিতে বাড়িঘর করার জন্য অনুমতি দেন। সেইমতো গোবিন্দ পাহান, নারায়ণ সরকার, বিপ্লব সরকাররা তাঁদের বাড়িঘর বানিয়ে এই জমিতেই বসবাস শুরু করেছেন। কিন্তু তাদের কাছে বৈধ কোনও কাগজপত্র নেই। যার ফলে তাঁদের জমি বাড়ির উপর দিয়ে রেললাইন গেলেও তাঁরা পাচ্ছেন না কোনও পুনর্বাসন বা সরকারি ক্ষতিপূরণ।জানা গিয়েছে, ভেস্ট ল্যান্ডে বাড়ি হওয়ার জন্য আইন মোতাবেক বাসিন্দারা রেলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারছেন না। রেলের ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে গেলে বৈধ মালিকানার কাগজ জমা দিতে হবে। আর সেখানেই আটকে গিয়েছে গ্রামের ২০টি পরিবার। কারণ তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজ নেই। অবশ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, বাড়ি ভাঙা হলে সেই ক্ষতিপূরণ গ্রামবাসীরা অবশ্যই পাবেন এবং তা বাজার দরের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এই জায়গা থেকে তুলে দিলে তাঁরা কোথায় গিয়ে বসবাস করবেন? বসবাসের জমির ব্যবস্থাও করুক প্রশাসন। এদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা।

ইছাপুর-নীলগঞ্জ অঞ্চলে ১২ ঘণ্টার বনধ

উত্তর ২৪ পরগণা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : দত্তপুকুর বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু ও ১০ জনের গুরুতর আহত হওয়ার প্রতিবাদে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ডাকে মঙ্গলবার দত্তপুকুরের ইছাপুর-নীলগঞ্জ অঞ্চলে ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দেওয়া হয়।এস ইউ সি আই(সি)-র প:ব: রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণকান্তি নস্কর জানান, "ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই বন্ধকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানায়। দোকানপাট বন্ধ ছিল। নীলগঞ্জ বাজার কমিটি এই বনধকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানায়। বনধের সমর্থনে সকাল থেকে দলের কর্মীরা মিছিল করে। সোমবার জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় এবং জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি কর্মসূচি পালিত হয়। দলের বারাসাত বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক তুষার ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করা, দোষীদের শাস্তি, এবং নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

আদালত সাজায় স্থগিতাদেশ দিলেও মুক্তি পাচ্ছেন না ইমরান

ইসলামাবাদ, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : তোষাখানা দুর্নীতি মামলার তিন বছরের সাজা থেকে মুক্তি পেলেও কারাগারে বন্দিই থাকতে হচ্ছে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। গোপন তারবার্তা প্রকাশ (সাইফার)- মামলায় তাকে আদালতে উপস্থাপন করা হবে। সেটিতে জামিন না পাওয়া পর্যন্ত তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান মুক্তি পাচ্ছেন না।মঙ্গলবার তোষাখানা মামলায় জামিন পান প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী তথা তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধান ইমরান খান। এই মামলায় ইমরানকে তিন বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। এদিন সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিলেও কারাগারে বন্দিই থাকতে হচ্ছে ইমরান খানকে। পাকিস্তানের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম দ্য ডন জানিয়েছে, অ্যাটোক কারাগারে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিটি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সরকারি গোপন নথি আইনের বিশেষ আদালত থেকে পাঠানো হয়েছে। এতে পিটিআই চেয়ারম্যানকে কারাগারেই আটক রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল বুধবার তাকে গোপন তারবার্তা প্রকাশ (সাইফার মামলা) মামলায় আদালতে উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অ্যাটোক কারাগারের সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে ওই চিঠিটি পাঠান সরকারি গোপন নথি আইনের বিশেষ আদালতের বিচারক হাসনাত মুহাম্মদ জুলকারনাইন।

মঙ্গলবার কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক সভা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।